বেল্লিক বাবু।

বেল্লিক বাবু

বা

দ্বিতীয় হুতোম।

(নক্সা)

শ্রীযুক্ত কুসুমেষু কুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

১০৫ নং গরাণহাটা শীলস্ লাইব্রেরী হইতে

শ্রীসতীশ চন্দ্র শীল দ্বারা প্রকাশিত।

মুখপাত।

রঙ্গের বাজার—রং গুলজার, মজার মজার ঢং।
দেখ্‌বে যত, দেখবে কত, রং বেরঙ্গের সং॥
হাজার হাজার, আছে ব'সে,বাজার আলো ক'রে।
রূপের চটক—সদর ফটক, রাজযোটক মিল ,ঘরে॥
যেম্‌নি হাঁড়ী, তেম্নি সরা, ধাতার কারিকুরি।
কড়ার পুঁজি, নেইক ঘরে, বাইরে বাহাদুরী॥
লম্বাকাচা, লম্বা কোঁচা, মায়ের বাউটি বেচে।
চাঁদার খাতায় সৈ দিতে যায়, ভাবী সুখ এঁচে॥
দশটি টাকা মাইনে কারু, খেতে দশটী প্রাণী।
ষাঁড় একটি আছেন বাঁধা, বয়েসে জননী॥—
কি ক'রে তার চলে, বাবুরা, তোমরা বুঝে দেখ।
'দ্যাল্‌চিত্তির' বৈ, নিশ্চয়, উপায় কিছু নাইক॥
বিদ্যাতে ভুড়্‌ভুড়ি কেহ, অথচ বিদ্যেপতি।
ধন্যরে বাঙ্গালা মুলুক, ধন্য কালের গতি॥
পেটের ভিতর, বোমা মাল্লে, বেরোয়নাক 'ক';
কাগজ চালান, কেতাব লেখেন, দেখান্‌ কত 'ল'।

না ব'লে নেন পরের দ্রব্য,—বলেন,—'বন্ধুভাবে'
বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথা, আর তবে এ ভবে ?
নমস্কার করি, ওহে বাঞ্ছারামের দল !
বড় খোল্‌তা দিচ্চ, আজি, তোমরা যে সকল ॥
সকল জন্ম, সকল কর্ম্ম হয় তোমাদের দেখে।
আঁচল পেতে, তোমা সবে, গড় করি দূর থেকে ॥

বেল্লিক বাবু

বা

দ্বিতীয় হুতোম

(নক্‌সা)

পয়লা আসর।

জগৎবল্লভপুরের জমিদার জগচ্চন্দ্র রায়, ভারী একজন ইয়ারলোক। তাঁর রূপের জেলস্‌ এত বেশী, আর এমনি হাসি-হাসি-মুখ যে, যে মেয়ে-মানুষ একবার তাঁকে দেখ্‌বে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে-অম্নি যেন 'যাদু' ব'নে যাবে—যেন একদম খৈয়েতে-দৈয়েতে আঁবে-কাঁঠালে-মর্ত্তমান-রম্ভাতে চিনিতে-পাতিলেবুর-রসেতে অথবা রসগোল্লা-পানতোয়া-ক্ষীরেতে আর গোলাপী-রাবড়ীতে মাখা, খাসা পয়লা নম্বরের 'কলারের ডেলা'। বল্‌তে কি—আমার স্বচক্ষে দেখা—বল্‌তে কি—(যদি মিথ্যা কৈ ত,

ঝোড়াবন্দী বড় বাজারের ক্ষীরেলা, প্যাড়া-পেরাগী ঘিওর-মনোহরা, আঁব সন্দেশ-আতাসন্দেশ-মিহি দানা-বুঁদে-মতিচুরের মাথা খাই,—কেন না কারু মাথা না খেলে দিব্বিটা তেমন জম্‌কে উঠে 'না তবে তোমার আমার মাথা অবশ্য খাওয়া যায় না, যেহেতু তোমারও ঘরে যেমন একটি কাঁদ্‌বার লোক আছেন আমারও ঘরে তেম্নি'।—আমার স্বচক্ষে দেখা, একদিন তিনি হঠাৎ হাঁটাপথে (কেননা সেদিন তাঁর সহিস মিছেরাম স্বর্গে বিশ্বকর্ম্মার কাছে তাঁর চৌঘুড়ী খানির মেরামৎ কত্তে দিয়ে এসেছিল) হাঁটাপথে গরাণ হাটার মোড়দিয়ে কোনও এক স্যাক্সাতের বাড়ী থেকে একটা ডেক্‌চি হাঁড়ী ধার ক'রে আন্‌তে যাচ্ছিলেন (কেননা বাক্সে টাকা রাখা তিনি আর পসন্দ কচ্ছিলেন না, যেহেতু হাড়ীশুঁড়ী সকলেই তাতে রাখে)—একটা ডেক্‌চি হাঁড়ী ধারক'রে আন্‌তে যাচ্ছিলেন, এমন যে সহরের টেক্কা মেয়ে মানুষ শ্রীমতী গরাণহাটা সুন্দরী তিনিও তাঁকে দেখে, একটু গরম হাওয়ার আঁচ লাগ্‌লেই বরফের তাল গুলো যেমন কল্ কল্ ক'রে গ'লে যায়, এ

গ'লে যেতে লাগ্‌লেন। ভাগ্যে আমি সেথা গিয়ে পড়েছিলুম—সেথাকার আর পাঁচটা ডাকের সুন্দরীকে ডেকে, কার্‌কা কতক ঠাণ্ডা লেবুরতেল, আর তার সঙ্গে পাকা একটা চাটিমকলা চট্‌কে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দোওয়ালুম তাই রক্ষে,—শীগ্‌গির আবার জ'মে তাল পাকিয়ে এলেন, নৈলে গিয়েছিলেন আর কি! এততেও তবু কি নজ্‌রা দিতে ছাড়েন,অবশেষ চক্ষু দুটো পটাপট ক'রে উপড়ে, উড়ে উড়ে তাঁর পিছন পিছন ছুট্‌ল, অর্থাৎ সাদা কথায় যাকে বলে চক্ষু দুটোর মাথা একদম্ খেলেন,তবে ক্ষান্ত। আমার স্বভাবতঃ দয়ার শরীর, কাজেই তাঁর এ দুরবস্থাদেখে স্বর্গ থেকে,ভাল দেখে এক জোড়া কাচের চক্ষু আনিয়ে সেই শূন্য খোঁদল জায়গাটা আবার পূরণ করিয়েদিলুম। পাঠক! বোধ হয় আপনারা এ রহস্য ইতিপূর্ব্বে আর শুনেন নাই সুতরাং জান্‌তেনও না যে, কেন গরাণহাটা সুন্দরী এ রকম কাচচক্ষুময়ী;—গরাণহাটা সুন্দরী এই জন্যই কাচচক্ষুময়ী হয়েছেন। অতঃপর গরাণহাটা সুন্দরী আমার দুটো রাজচরণ ধরে, সে যে কান্নাটা কাঁদলেন গো, তা আর কি বল্‌বো! চক্ষের জলে, ঘরে তাঁর যত লেপ

কাঁথা, তোষক্, বালিশ ইত্যাদি যা কিছু ছিল, সব একবারে ভিজে যেন আমানি-মাখা-পান্তা-ভাত। তার কারণটা কি, কিছু বুঝ্‌লেন কি? তার কারণ, আমি তাঁতে ও জগচ্চন্দ্রেতে যদি একবার মিল করিয়ে দিই, অর্থাৎ আমার দ্বারা একটু ঘটকালী-করান তাঁর বড়ই আবশ্যক হয়েচে। আমি আর কখনও, কোথাও, কারো ঘটকালী করেছি কিনা তা তিনি নিশ্চয়ই জানেন না; তবে কথাটা কিনা, আমার ঢং ঢাং দেখে আর এ রকম উপযাচক হয়ে উপকার কত্তে যাওয়া দেখে, বাঁ ক'রে তাঁর ধারণা হয়েচে, যে, হাঁ আমি একজন জালিম—ও যোগ্য লোক বটে।—এ সব ঘটকালী-দালালী-কাজে আমার নিশ্চয়ই খুব দখল আছে।"—আমার ছুটো রাজচরণ ধ'রে, সে যে কান্নাটা কাঁদ্‌লেন গো—তখন ঠিক সন্ধ্যা হয় হয়—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, খাসা ললিত রাগিনীতে এক খানা গান ধরে ফেল্‌লেন। সে গান খানি নিশ্চয়ই খুব দরের গান, কাজেই আপনা দিগকে উপহার না দিয়ে আর কোনও ক্রমেই ক্ষান্ত হতে পাল্লুম না। তিনি গাইলেন,

গীত।

পায়ে ধরি বাবু হে, আজি, বাঁচাও আমায় প্রাণে।
নৈলে, দম আটকে আমি সট্‌কে যাব কোন খানে ॥
বটে বয়েস বছর কুড়ি, তবু দেখ কেমন ছুঁড়ী,
টাটকা যেন ফুলের কুঁড়ী, ফুটেছে উদ্যানে ॥
যতদিন বাঁচবো আমি, কিনে আমায় রাখ্‌বে তুমি,
মিলিয়ে যদি দাও হে তুমি, এ মণি-কাঞ্চনে ॥
সদা কাঁচুল অঙ্গে আঁটা, দেখ কেমন বুকের পাটা,
হাস্‌লে দেখ টোল দুটি কাটা, গ্রাহ্য করি, কোনজনে?

আমি বল্লুম কাউকে গ্রাহ্যই যদি করনা, তবে এর জন্যেই বা এত কেঁদে মর কেন?

গরাণহাটা-সুন্দরী তার জবাবে বল্লেন, "বহু কেলে পুরণো একটা কথা আছে জানো কি?"

আমি বল্লুম "কি রকম?"

গরাণহাটা সুন্দরী। "মনের মতন পুরুষ রতন পাই যদি তার দাসী হই।" জমিদার জগচ্চন্দ্রের মতন ভুবনমোহনকে দেখ্‌লে, কে এমন মেয়ে মানুষ আছে, যে না মরে থাকে?"

আমি হাসবো আর কত! তখন গরাণহাটা সুন্দরী অধিক আর কিছু আমাকে না ব'লে, প্রথমত একটু গুন্ গুন্ ক'রে, পরে দিব্য গলা ছেড়ে একটি গান ধর্‌লেন। সে গীতটি শুনবেন কি? সে এই,—

গীত

সে যে টাট্‌কা ফোটা ফুলের কলি, অকলঙ্ক চাঁদ।
বলো, কি উপায়ে ধরবো তারে, পেতে, কোন্, ফাঁদ?
কবে হবে সে দিন আমার, বসবো আমি বামেতে তার,
উথ্‌লুবে সোহাগের পাথার, ভাংবে লাজের বাঁধ॥

"বাঃ! বাঃ! বাঃ!" চারধার থেকে দেশের লোক তাঁর সেই গানে যেতে মোহিত হয়ে, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, "বাঃ! বাঃ! বাঃ!" আমি ত হেসে খুন! হাস্‌তে হাস্‌তে—এত হাসি হেসে ছিলুম, পিছন ফিরে চেয়ে দেখি যে, সমস্ত হাসির ভাণ্ডার একদম সাবাড়, তথায় এককণা হাসিও আর নাই। কাজেই, হাতীর পিঠ যেমন কখনও খালি থাকেনা, দেশের কান্না এসে তার

বদলে তার সেই ভাঁড়োরটী আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে দখলক'রে বসলো। আমার এমন যে পদ্মপলাশের মত দুটো লোচন, যেন ফেটে আটখানা, টস্‌টস ক'রে জল, মুখ-বুক বয়ে হরদম পড়্‌তে লাগল। সে জল—সে যে কি জল কেমন ক'রে তা বলবো, যেন আসল বিশপুরুফের খাঁটি কি ফোর ক্রাউন-গ্রিনসিল হুইস্কি—যে যে আমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, সকলেই একবারে নেশায় ত্যর্‌। তখন আমার, সাবেক কেলে (বহুদিনের) পুরোণো এক খানা বেশ মিঠে কড়া ধাতের গানের কতকটা হটাৎ স্মরণ হয়ে পড়্‌ল। যখন পড়্‌ল, তখন কি আর করি, অগত্যা তার মানটা রেখে একবার গাইতেও হ'ল—গাইলুম; আপনারাও শুনে কান প্রাণ জুড়ুতে চান, শুনাতে অবশ্যই পারি, তবে কথাটা কিনা, বড ভয়, পাছে সে গান শুনে হটাৎ আপনারা মূর্চ্ছা যান, কেননা আমি জানি—বিশ্বস্ত সুত্রেই জানি—এই গানের বাঁধনদার যখন ঐ গানটি বাঁধেন, তখন ওর সঙ্গে ওরি মধ্যে এমন একটু ক্লোরোফরমের ভাঁজ দিয়েছিলেন যে, শুন্‌লেই অজ্ঞান হতে হবে। যাই হোক, যখন আপনারা

শুন্‌তে চাচ্চেন, তখন কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকে শোনাতে হচ্চে। শুনুন,

গীত।

(হ্যাদে) ঢং করুনি, ঢং দেখে তোর, আর যে বাঁচিনে ॥
কোত্থেকে শিখেছিস্ এ ঢং—ভুবন মজানে ॥
বয়েস তোর বাড়্‌চে যত, ঢং ঢাং রং বাড়্‌চে তত
এখনও আরও যে কত ঘট্‌বে কে জানে ॥

গান থাম্‌ল; গয়াণহাটা সুন্দরী আবার তেন্নি ধারা করে, আমার রাজচরণদুটো জড়িয়ে ধর্‌তে লাগ্‌লেন। আমি কি যে কর্‌বো,প্রথমতঃ ভেবে পেলুম না, শেষে হঠাৎ আমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এসে আমার মনের কলকাটিটা ধরে, আমায় এমন এক ঝাকন ঝেঁকে দিলে যে, ঝা করে আমার দিব্যচক্ষুটা অম্‌নি ফুটে উঠ্‌ল। "চুরি, রাঁড়ের বাড়ীর দালালি আর একটা জিনিস (সকলেই জানেন অথচ কলমের মুখ দিয়ে বার করতে নিশ্চয়ই বড় জ্জাস্কর) এই তিনের চেয়ে পুরুষের পক্ষে অখ্যাতের কর্ম্ম আর একটিও নেই।" সুতরাং

আমি তাঁকে স্পষ্ট খুলে খালে সব বল্লুম, যে "আমা হতে এ কর্ম্ম কোনমতেই হবেনা, তবে আমার অতি ন্যাংটো বেলাকার এক জুড়িদার, বাঁধাবটতলার অতি নিকটেই কোন এক স্থানে থাকেন, তিনি জালিম ও ভারি ইয়ার লোক বরং তাঁকে আমি ব'লে দোবো, তিনি এ কাজে খুব পোক্ত।"

গরাণহাটা সুন্দরী আমার এ কথায় অবশ্য খুব বিশ্বাস গেলেন, তবে আমি হলে যতটা খুসীহতেন ততটা খুসী হতে কোনও মতেই পাল্লেন না। কেননা আমার উপর তাঁর একটু নেক নজরও পড়েছিল। পাঠক! আপনাদের বোধ হয় নিশ্চিত জানা আছে যে, এ জাতির চিরকাল নিয়মই এই, "রূপে গুণে সমান" এমন না হলে এঁরা তাকে চাকরও রাখেন না। কেননা, সন্ধ্যেয় সন্দেশ ফেলে যদি কোন দিন একটু মোচার ঘণ্ট শাকের ঘণ্ট খাবার সাধ হয়, সে সাধও তা হতে মিটবে না অর্থাৎ এঁরা চান বাবাজীকে বাবাজী, তরকারীকে তরকারী—চাকরকে চাকর আবার নাগরকে নাগর। সুন্দরী, বদন-অধিকারীর ঢংয়ে—সুর ভাঁজতে ভাজতে—জিজ্ঞেস কল্লেন,

"ওহে !

বলো সত্য বাণী, সেও কি এমনি,

হবে সাধু সদাশয় ?

যে আজ্ঞা যখন করিব তাহারে,

পারিবে তা সমুদয় ?—

উঠিতে বসিতে, শুইতে খাইতে,

আমা-ধ্যানে সদা রবে।

ঠারিলে নয়ন, অমনি তখন,

হুকুম তামিল হবে ॥

কিবা পদসেবা, গাত্রের মার্জ্জনা,

মলমূত্র-পরিষ্কার।

বলিব যা কিছু করিবে সকলি ;

হয়ে সদা নির্ব্বিকার ॥

যখন যে কর্ম্মটী আমি বল্‌বো (আরো একটি কর্ম্ম, অবশ্য উহ্য রৈল) তখনি তা কর্‌তে পার্‌বে ? এই মনে করো, আমি তাকে বল্লুম, "দেখ, আমার সমস্ত গাটা আচ্ছা ক'রে একবার ড'লে দাও" অম্নি সে আমার গাটা ধ'রে ডল্‌তে লাগল ; আমি তাকে বল্লুম, "দেখ, জিব দিয়ে আমার সমস্ত গাটা

একবার চেটে দাও," অম্নি সে দৌড়ে না এসে, আমার আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গটা চেটে দিতে লাগল, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্‌বে?" আমি বল্লুম,] "তা আর একবার ক'রে বল্‌তে? খুব পারবে। এ সব কাজে তার বিলক্ষণ পারকতা আছে।"

গরাণহাটা-সুন্দরী তখন ভারী উৎসুকের ভাবে আবার একটি গান ধরলেন। সে গানটী কি? সে গান এই ;—

গীত।

"তবে,

বল্ বল্ বল্, করিস্‌নে রে ছল,
সে আমার হয়ে, রবে কি না রবে?
অঞ্চলের ধন, অঞ্চলে যেমন,
বক্ষের-রতন, বক্ষেতে বঞ্চিবে॥
সোহাগে-পূর্ণিত সতত হৃদয়,
আমি বৈ যেন কাহারো সে নয়;
সদা আমিময়, এ বিশ্ব-আলয়,
বলো না রে, হেরিবে কি না হেরিবে?

আমি বল্লুম, (অবশ্য গান গেয়ে) আমি বল্লুম,

গীত।

"বিনি সুতে হারের গাঁথন—পিরিত আলিঙ্গন।
মন বাঁধা দে, তবে ত মন, পাবে অনুক্ষণ ॥
আপনার মন লুকিয়ে রেখে, কে কোথা বাঁধে অন্যে কে ?
পিরিত-করা—আয়নাতে-মুখ-দর্শন যেমন।
দেখ না, কোব শুধু হয় না তা কখন ॥"

সুন্দরী।

গীত।

বুঝেছি বুঝেছি, তোমার যে ভাব,
মন তব যেন কচি নেয়া ডাব।
আপাত মধুর শ্লেষ্মা-কফ-ভরা,
জাননা কি ক'রে, করে যে সদ্ভাব ॥
কিছুতেই আমি ছাড়িব না পদ,
ঘটে যদি ভাগ্যে ঘটুক বিপদ,
ধ্যান মম ঐ পদ-কোকনদ,
রহ মোর পাশে, কি তবে অভাব ?

আর আমি বাধ্য না হ'য়ে থাক্তে পাল্লুম না। সুন্দরী আমাকে একবারে যেন মিস্ম্যারাইজ্ট অভিভূত—করিল, আমি একছুটে আমার সেই সাবেক কেলে ইয়ারটিকে ডাক্তে গেলুম। আশা, মধ্যে মধ্যে ফাঁক্তল্লায় মিনিপয়সায়, এক একবার এসে, ওঁর ঐ পদ্মবিনিন্দিত মুখখানি দেখে যাব, যদি আমার এ গোজন্ম তাতেই উদ্ধার হয়। অন্য কোনও আশাই আমি করিনা, বা কর্বার বাঞ্ছাও রাখিনা; কেননা, আমি বিবাহিত বিবাহিত হওয়ার কত যে গোল, তা বোধ হয় আপনারা সকলেই সবিশেষ জ্ঞাত আছেন।— যে বিবাহিত, আমার চক্ষে সে যেন গড়ে-ঘেরা একখানি বাড়ী, কি চতুর্দ্দিকে হাজার হাজার মাতাল দ্বারা পরিবেষ্টিত একলা একজন শুঁড়ী।—কোথাও নড়্বার যোটি নেই—হাঁপ ছাড়্বার ফুরসুৎ একটু নেই। কোনও এক জ্ঞানীর মুখে আমি শুনেছি,

"আপনার ঘর, আগে দেখ্, তবে পরের ঘর।
আপন খাজনা, মিটিয়ে, তবে, পরের খাজনা ধর॥

আপনার ছেঁচের, জল ছ্যাঁচে কে, তার ঠিকানা
[নেই।
পরিনামে শতেক কষ্ট, তার ভাগ্যে আছেই ॥
"ইতো নষ্ট ততঃভ্রষ্ট" প্রতি পদে তার।
লাভের মধ্যে, কান্না কাটি, আর হাহাকার ॥"

—০—

দ্বিতীয় আসর।

আমিও আমার ইয়ারের বাড়ীর দোরে, সবে মাত্র গিয়ে দাঁড়িয়েছি; দেখি, আমার ইয়ারও বাড়ীর ভিতর থেকে, (যেন আমি আসচি, আগে হতে তাই টের পেয়ে, আমাকে খাতির করে নিয়ে যাবার জন্যেই) আপনা হতেই সেজে গুজে বেরিয়ে আসচেন। আমি বল্লুম, "ভাই ইয়ার !"— তিনিও, একদম্ তাঁর সেই মূলো-নিন্দিত দাঁত বা'র ক'রে, একগাল হেসে বল্লেন, "কেন ইয়ার ?" আমি বল্লুম, "আজ্ কি আনন্দের-ই দিন ?"

আমার ইয়ারও বড় ঠক্‌নেওয়ালা নন ; বল্লেন, "তা কি আর একবার ক'রে বল্‌তে ?" তার পর আমাকে "এস, বস্‌বে এস" এই ব'লে, হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে একবারে তাঁর অন্দর মহলে হাজির।

আমিত' কিছুতেই ঘরে ঢুক্‌বনা, কেননা আজ্‌-কালকার কুলললনাদের উপর আমার মহা ঘৃণা। কেন যে ঘৃণা, তা সঠিক বল্‌তে পারি কি না সন্দেহ, তবে—ঘৃণা ;—এত ঘৃণা যে, তা একমুখে ব'লেই বুঝি শেষ করা যায় না। ইয়ার বল্লেন, "সে কি ইয়ার! তুমি কেমন ইয়ার? খালি ইয়ারকেই দেখ্‌বে, ইয়ারনীকে দেখবে না? এতদিনের পর যদি দেখা হল, দয়াকরে গরীবের বাড়ীতে আপ্‌না হতে এসে, চার্‌টি পার ধুলো দিলে, তা এত ফাঁকে ফাঁকে ফির্‌তে গেলে, চল্‌বে কেন? সে—আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—সেও ত' এ আনন্দের কিছু বখ্‌রা নিতে চায়?"—

আমার ত' গায়ে যেন জ্বর আস্‌তে লাগল। ভাব্‌লুম, "এও ত' বড় কম দায় নয়!" পরে, কি করি, যখন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পড়েছি, বিশেষতঃ তাঁর কাছ থেকে আমাকে কোনও গতিকে কিছু কাজ নিতে হবে, তখন কাজেই বাধ্য হয়ে, আমাকে তার গোড়ে গোড় দিতে হল, অর্থাৎ সেই অন্দর মহলেই, যেখানে তাঁর সেই অর্দ্ধাঙ্গিনী,—আপন অর্দ্ধ মাত্র একখানি লজ্জাবস্ত্রে ঢেকে, আর আমার

ইয়ারের প্রাপ্য অর্দ্ধাঙ্গ একদম অনাবৃত রেখে, (কেননা, পাছে আমার ইয়ার ঘেমো গন্ধ হয়েছে বলে, ড্যামেজের চার্য্য দিয়ে, সে অর্দ্ধাঙ্গ আর না নেন) আধ-বসা-আধ-শোয়া-ভঙ্গীতে একখানি সোফার উপর তোফা ডানাকাটা পরীর মত ব'সে আছেন, সেইখানে গিয়ে অতি কষ্টে সৃষ্টে—রোগীতে যেমন নিম্ খায়—নাক্ মুখ সেঁট্কাতে সেঁটকাতে, অথচ তারি সঙ্গে একটু বাহ্যিক আহ্লাদ প্রকাশ কর্‌তে কর্‌তে, একখানা কেদারার উপর ব'সে পড়্‌লুম। পূর্ব্বেই বলেছি, আজকালকার মহাপ্রভুনীদের উপর আমার মহা ঘৃণা, সুতরাং প্রথমতঃ তাঁর সেই সাধের অর্দ্ধাঙ্গিনী—আমার ইয়ার-নীর দিকে আমি একবার ভ্রূক্ষেপও করিনি; বরং আমি তাঁর দিকে পিছন ফিরেই বসে ছিলুম। কিন্তু, হঠাৎ পিছন দিকে—কি জানি কি যাদুই তিনি ক'রে ফেল্লেন—হাস্‌তে হাস্‌তে অতি মিষ্ট আওয়াজে কে যেন আমাকে জিগ্গেস্ কর্‌লেন, "আপনি আছেন ভাল? আপনার স্ত্রী আছেন ভাল?" আর অমি আমি 'কামিক্ষ্যের যাদু-করা ভেড়ার' মত তাঁর

দিকে ফিরে চাইলুম ;—আর যাই কোথা ! চক্ষের পলক পড়্‌তে না পড়তে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে, আমার প্রাণটা কেড়ে নিয়ে, একদম্ যেন ডালখিচুড়ি বানিয়ে দিলে। দারুণ বিরহের আগুন্ দপ্ ক'রে অমনি জলে উঠ্‌ল, আমি কেমন যেন হয়ে গেলুম ;—মনে মনে বল্লুম,

হায় হায় ! কে জানিত, আগেতে এমন।
হেন অপমান শেষে হবে সংঘটন ॥

আমার ইয়ার গান ধর্‌লেন,

গীত।

বলো, আর কোথা পালাবে ?
নয়ত বাঁধন, যেমন তেমন, সাধ্য কি ছিঁড়বে ?

জারি জুরি যাহার যত,
নারীর কাছে সকল হত,
উঁচু মাথা কার বা, নয় নত ?,—
নারীরপদে, ভাবের ভেদে, কে না পড়বে ?
নারীর রাজ্য এ ভুবন,
নারী বৈ কে করে রণ ?
ঘরে ঘরে বৃন্দাবন দেখনা ভেবে ॥

শিব নারীর পদতলে,
কি ছার মানুষ মহীতলে ?
"দাস-খৎ কৃষ্ণও লিখলে।—
বাজিয়ে বাঁশি ফির্‌ল কত, নারীর প্রেমে ডুবে।
কেঁদে কেঁদে সদা সারা
রাধা-নামে মাতুয়ারা,
জন্মান্তরে হল গোরা, তবু সেই ভাবে ॥

পাঠক! বল্‌তে কি, আমি আর আমাতে একবারেই যেন নেই ;—কি যে করি, কিছুই আর বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চিনা।—আমার একদিকে যেমন লজ্জা—বিষম চক্ষুলজ্জা (কেননা, আমার ইয়ার এক্ষণে আমাকে প্রায় ধ'রে ফেলেছেন—আমার স্ত্রীলোকের উপর এত যে ঘৃণা, তা সবই এক্ষণে প্রায়, যায় যায়, হয়ে এসেছে) অন্যদিকে আবার তেম্নি ভয়, হয়ত এখনি আমাকে এখান থেকে তল্‌পি, গুড়োতে হবে। এতটা এগিয়ে, হটাৎ আবার এতটা তল্‌পি গুড়োনো—সে কি কম দুঃখের বিষয়। বুঝে দেখুন আপনারা—দোহাই আপনাদের—আপনারাই বুঝে দেখুন, এখনও যে আমি আছি—দাঁড়িয়ে আছি, এই ঢের;—এই ঢের যে এখনও আমি কাঁদিনি। তবে অধিকক্ষণ যে আর না

কেঁদে থাকে পারবনা, তাও নিশ্চিত। ঐ দেখুন, আমার পদ্মপলাশের মতন চক্ষু দুটি, রসের-গামলাভে-ফেলা-পানতুয়ার-মত জলে টপ্‌টপে হয়ে আসচে—নাকের দোর কেবলি ফুলে ফুলে উঠ্‌চে আর ঘন ঘন 'কোঁ কোঁ সোঁ সোঁ' আওয়াজ ছাড়চে,—ঠোঁট কাঁপ্‌চে।

মহাশয় গো! কাঁদি তায় দুঃখ কি, তবে দুঃখ এই, আর আমি আমার ইজ্জোৎ রক্ষা কর্‌তে বুঝি পার্‌লুম্‌ না। আমার এতটা যে মান, যে মানের গোড়ায় পাঁস ঢেলে ঢেলে, আমার এই দুটো হাত প্রায় এক রকম পচে যেতে বসেচে, তা! আর বুঝি থাক্‌লনা। আমি আমার ইয়ারকে, হাতটি যোড় ক'রে—কেননা কারে পড়েছি, কারে না পড়লে কে কার কাছে হাত যোড় করে!—হাত দুটি যোড় করে, বল্লুম, "ভাই! আমার অপরাধ মাপ করো। আমাকে ধিক—আমার মরণই মঙ্গল! আমি এতটা সংযমী হয়েও আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে পারলুম না!"—

ইয়ার বল্লেন, "কি পাগোলের মতন বক্‌চো?" এতে অপরাধই বা হল কি যে তা আমাকে, মাপ

কর্‌তে হবে? ওকি আমার বে-করা মাগ?—আমার বড় কৌতুহল হয়ে উঠল, জিজ্ঞেসা করলুম, "তবে কে—বে-করা মাগ নয় ত তবে কে?"

ইয়ার বল্লেন, শালী বলে একটা সুন্দর পদার্থ আছে, জান কি? ওটি আমার সেই শালী—মাগের সাক্ষাৎ কনিষ্ঠ একটি ভগ্নী।"

আমি জিজ্ঞেসা কর্‌লুম, "কি রকম"?

ইয়ার হাসলেন; বল্‌লেন,

"পাখী হারা পাখিনী, বসিয়ে আছে ডালে।
সুযোগ বুঝিয়ে গিয়ে, গাঁথিলাম নলে॥"

আমি যেন ন্যাকা, আবার বল্লুম, "কি রকম?"

ইয়ার তখন আমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে এসে,বল্‌লে কি জানেন?—বল্লেন,

"চিরদিন এক ফুলে ফেরে কি ভ্রমর!—
এক নারী চিরদিন কেন নেবে, নর?
রাখিয়ে আপন ধন ভাণ্ডারে ভরিয়ে।
যত পারি, ওড়াই, পরের ধন নিয়ে॥
বাহিরে বাহিরে যদি মজা নিতে পারি।"]

কি হেতু করিব নাশ, জৌলস তাহারি ?
লাগিলে এ কালো অঙ্গ অঙ্গেতে তাহার।
থাকিবে কি ক্ষণকাল আর সে বাহার ?
এর যে আপন ছিল, এর আর নাই।
ফাঁকতলে, আমি, লুটে, আনিয়াছি তাই ॥”

আমি জিগেস কর্লুম্, “সে কোথা গেল ?”

ইয়ার হাসতে হাসতে উত্তর করলেন,

“যাবে আর কোথা, গেল, সেও সেইখানে।
অগ্নি ‘পড়ে পাওয়া’ তারো মিলিল যেখানে ॥”

আর যাবেন কোথা! আমিও অগ্নি, ছল ধর-বার গোড়া, হাত্ড়ে পেলুম ;বললুম, “ভাল কথাই বলেচ। এখন, বুঝে দেখদেখি, কাজটা তুমি, কত খারাপি-ই করেচ!”

ইয়ার কিন্তু আমার কথার ভাবটাই বুঝে উঠতে পার্লেন না। তিনি যথেষ্ট কৌতুহলা-ক্রান্তই হয়ে ছিলেন; সুতরাং ব্যগ্রভাবে আমাকে

জিগ্গেস কর্‌লেন, "সে কি রকম ? আমি কি এমন খারাপ কাজটা কর্‌লুম ?"

আমি বল্‌লুম,"খারাপ্‌ কাজ নয়-ইবা কেমন ক'রে ? তুমি যেমন আপনার জিনিসটি,পাছে অধিক ব্যাভারে, ক্রমে মলিন ও কাজের-বার হয়ে যায় এই ভয়ে, ফাঁক্‌তল্লায় অপরের জিনিসটি নিতে গিয়েচ, সেও ত সেই ভয়েই এম্নি ক'রে ছিল ? তবেই বুঝে দেখ, তারো জিনিস যেমন (অপর বাইরের লোক একজন তুমি) তুমি হাত-গত ক'রে নিতে পেরেচ, তেম্নি তোমারও সেই জিনিসটি ফাঁক্‌তলে পেয়ে, অন্য একজনেও হাত-গত ক'রে, নে'যেতে পারে ত ?"

"অ্যাঁ বলো কি ?"

ইয়ার আমার,একবারে যেন আকাশ থেকে পড়্‌লেন ; বল্‌লেন,

"অ্যাঁ, বলো কি ? বলো কি হে ?—সত্যি নাকি ? অ্যাঁ !—তবেই ত !—কি হবে ?—"

মুখ দিয়ে আর কথাটি যেন সরেনা ! জিবটা আপ্‌না হতে যেন, কেমন এক রকম' জড়িয়ে জড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল !

(৩)

আমি বল্‌লুম, "যদি এখন, এক কাজ কর্‌তে পার, তবেই মঙ্গল"—

আমার মুখ থেকে কথাটা বার হতে না হতেই, ইয়ার-আমার, অম্নি তাড়াতাড়ি—আর যেন দেরী সয়না—ব'লে উঠ্‌লেন, "কি কাজ সে ?"

আমি বল্‌লুম, "এখন, এ মাঠ ও মাঠ—দুমাঠ চৌকী দাও। এর কাছে এসে, এরে নিয়েও যেমন আমোদ আহ্লাদ করো, এম্নি, তারে নিয়েও করো, তাহলেই সকল দিক্‌ সমান বজায়্‌ থাক্‌বে।"

"বটে।"

ইয়ার বল্‌লেন,

"বটে! আর তবে আমি তাকে একলা ফেলে, কোথাও, থাক্‌বোনা।"

না ঠক্‌লে, বা না ঠক্‌লে কেউ কি কিছু শেখে ? —শুনেছি, সেই দিন থেকে, আমার ইয়ারের আবার একটু ঘরটান হয়ে ছিল। এখন, তাঁর স্ত্রীর, কোনও কষ্টই, আর নেই,—আর এখন, আগেকার মতন প্রত্যহ তেমন এক্‌লা শুয়ে শুয়ে, ঘরের কড়ি-বরগা গুণতে হয়না, বা বিছনায় প'ড়ে প'ড়ে বিছের কামড়্‌ও সহ্য কর্‌তে হয়না,—এখন, ওরি মধ্যে

একটু সোহাগ যেন 'পাচ্চে পাচ্চে' ব'লে বোধ হচ্চে—ওরিমধ্যে, রসের সাগরের অন্ততঃ একটি পাশে পড়েও, দুই একটা ঢেউ যেন 'খাচ্চে খাচ্চে' ব'লে বোধ হচ্চে। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তাঁর স্ত্রী, আমার এই রূপে তাঁর মন ফিরিয়ে দোবার কারণ, আমার উপর যথেষ্ট খুশী হয়েই, বল্‌চেন,

রসিক না হ'লে রস, কে যোগাতে পারে?—
রসিকেরি বশীভূত, যে যথা সংসারে॥
রসিক (ই) রসিক আনি রসিকে মিলায়।
রসিকের আশীর্ব্বাদ রসিকেই পায়॥
ভাগ্যে, এ বেল্লিকবাবু এসেছিল হেথা।
তাই ত দরদ ভাবি, ঘুচাইল ব্যথা!
'দ্বিতীয় হুতোম' সম এ বেল্লিকবাবু!
নামটি 'বেল্লিক' দেখ কত দয়া তবু॥
যে অস্ত্রে আপন কার্য্য করিল হাঁসিল।
সেই এক অস্ত্রেই, ঘটালে এই মিল॥
না দেখি ত' হেন আর পুরুষ রতন।
ইচ্ছি এরে নিয়েই জুড়াই এ জীবন॥

জীস্তা রও ওহে বাবু দ্বিতীয় হুতোম !
হও সুজনের প্রিয়, দুর্জ্জনের যম ॥

পাঠক ! বোধ হয়, আপনি জান্‌তেই পাচ্চেন যে, এ 'বেল্লিক বাবু বা দ্বিতীয় হুতোম' লোকটি কে ; কেননা, আমার অদৃষ্টের ঠিক সাম্নেতে, আপনাদের ঐ খঞ্জন-গঞ্জন-কারী চক্ষুর সম্মুখেই, প্রকাণ্ড ঢিপি-ঢিপি-পানা অক্ষরে, ঠিক ঐ নাম দুইটিই লিখিত রয়েচে, এবং আপনারাও তা দেখে দেখে, বহু পূর্ব্ব থেকে, চক্ষু পচিয়ে আস্‌চেন। —এই অধম, গরীব-লাচার-ই এই 'বেল্লিক বাবু বা দ্বিতীয় হুতোম'।

যখন তিনি আমার প্রতি এতটা কৃতজ্ঞতা জানালেন, এবং আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন, তখন—আমাকেও কোন্ না, কিছু খাতির খাত্‌রা দেখাতে হবে,—আমাকেও বাধ্য হয়ে বল্‌তে হল যে, "হাঁ, তুমিও জীস্তা রও, এবং এম্নি ক'রে, অতঃপর, আমাদের কিছু কিছু খোশ্‌নাম গাও; যেহেতু, আমাদের মুখ চাইবার, ও আমাদিগকে একটু ভরসা দোবার, কেউই আর নেই। যে দেখে, সেই-ই বলে

"এ বেটা কি ছাই পাঁশ লেখে—কি মাথামুণ্ডু বকে?" কিন্তু, কি যে আমি লিখি, আর কি যে বকি, যদি তাদের ঘটে এক বিন্দু বুদ্ধি থাক্‌ত, তবেই বুঝ্‌ত। আমি কি সামান্য এডিটার (সামান্য কাগজ-চালানে-ওলা)? আমার কাগজে, নেই কি,—থাকেনা কি?"

ঐ যা! আসলেই ভুল? পাঠক! আপনাদের কাছে, গরীবের বড়ই একটা কসুর হয়ে পড়েচে,—আমি যে লোকটা কে, তা এতক্ষণ আপনাদিগকে বলা হয়নি। আমি লোকটি, বড় 'কেও কেটা' একটা নই—আমি ছোটই হই, আর বড়ই হই, মোটের উপর—আমি একটা এডিটার, বাঙ্গালায় যাকে বলে, সম্পাদক মহাশয়, আর সাদা কথায় বল্‌তে গেলে, যার নাম 'খবরের-কাগজ-ওয়ালা'।

আমার কাগজ চেনেনা, বা তা পড়েনা, এমন লোকই এ সংসারে আছে কিনা সন্দেহ। আমার কাগজে নেই কি?—আমার কাগজে যেমন বিজ্ঞাপনের ঘটা তেম্নি আবার, ভিতরকার লিখনেরও ছটা! বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে 'ধ্বজভঙ্গ,' 'ধাতু দৌর্ব্বল্য' ইত্যাদির ঔষধ থেকে আরম্ভ ক'রে, মায় বনের-

গরু-চুরি, মনের-মানুষ-চুরি এবং তদ্ধেতু দুহাজার টাকা-দশহাজার-টাকা পুরস্কার-দেওয়া-পর্য্যন্ত, একে একে, থাকে থাকে, সমস্তগুলি বিদ্যমান। আবার এদিকে, হেন পুরাতন সংবাটিই নেই, যা এতে পাবেনা, হেন পুরাতন কাহিনী-টিই নেই, যা এতে দেখ্‌বেনা! রত্না বাগদীর জীবনী থেকে আরম্ভ ক'রে, 'মহারাজা রায় রায় রাঁয়ার' গার্ডেন্ পার্টীর বিবরণী পর্য্যন্ত তামাম গুলি, খুঁটিয়ে, তন্ন তন্ন ক'রে সাজানো। আমি লোক্‌টাকে, বুঝ্‌লেন?

হাঁ, আর এক কথা,—আমি ত' বেল্লিক বাবু, একজন খবরের-কাগজ-ওয়ালা, আমার বাপ কে? ঘরে, আমার আর কে কে আছেন? শুনুন,—বহুকেলে একটা পুরোণো গান আছে শুনুন,—তা হতেই ভাবে সব কথা বুঝে নেবেন,—শুনুন,

গীত।

"আমার বাপ্ ছিল—সাপুড়ে।
মেসো পিসে—ডোম-ডোক্‌লা, ভগ্নীপতি নেড়ে;
আমরা দুভাই হাড়ী মুচি,
পেটের ভয়ে জাত দিয়েছি;
যার মেয়ে বে করেছি, সেও এম্নি ছেঁচড়ে।"

বুঝ্‌লেন, আমার কুলুচিটি কেমন রসাল? ভেবে দেখলেন, আমি যে ঘরে জন্মিছি, সে ঘরটি কেমন তাজা—কেমন খাসা? জান্‌লেন, আমার কুল-গৌরব কত?—আমার এ কুল, এমন কুল যে, পোকাটিও ধরেনা; যত ইচ্ছে, এ কুলের কুটো ক'রে রেখে দাও আর(সময় নেই অসময়) নেই দুটো দুটো নিয়ে, গালে দাও, দেখ্‌বে কি মজা! যেন,

চিনের বাদাম, ঘুগ্‌নি-দানা, আর চাণাচুর।
মাছে দৈয়ে, দুদে ভাতে, খাও ভোর্‌পূর ॥
তোব্‌ড়া গালের,চোব্‌ড়াবন্দী, ছাঁচি পান
ছ্যাঁচা।]
সদ্য-আনা কাশীর প্যায়্‌রা,আধপাকা-আধ
কাঁচা।]
মতিহারের গুঁড়ো যেমন, চো-এলাচি-ময়।
দোক্তা থেকো মাগী যাতে, ভক্ত অতিশয় ॥
বরফ-দোওয়া ঠাণ্ডা পানি, তাত্‌কালের দিনে!
খাসা একটি তয়ফাউলী, আর তার সনে ॥

যাক্, এখন, যা হচ্ছিল, তাই হোক্। অন্য কাস কথায়, আসল কথাটা চাপা না দিয়ে, আসুন, যা

বল্ ছিলুম, তাই বলি; আর তাই আপনারা শুন্ তে থাকুন।

তার পর, আমি জগচ্চন্দ্র ও গরাণহাটাসুন্দরী-সম্বন্ধে সকল কথাই একে একে, তাঁকে খুলে খালে বল্ লুম এবং তিনিও, তা শুনে, কি পর্য্যন্ত আনন্দিত যে হলেন, তা আর কি বলবো! আনন্দে, তাঁর বোয়াল মাছের মতন সুন্দর সেই হাঁর ভিতর থেকে, সুন্দর সেই কুড়ি খানেক ধব্ ধবে মূলো একদম যেন ঝাঁকা আলো ক'রে, বেরিয়ে পড়্ ল।

আমি জিজ্ঞেস কর্ লুম, "কেমন, রাজী ত'? পার্ বে ত'?" তিনি বলে্ লেন, "খুব রাজী!—খুব পারবো!—" আমি বললুম, "তাহলেই হল। এখন চল তবে যাওয়া যাক।"

অতপরঃ মুহূর্ত্তের মধ্যে দুজনেই আবার তাঁর সেই মণি-কোটার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড় লুম, এবং কখনও বা ধীরে, কখনও বা খুব জোরে, কখনও বা লাফাতে লাফাতে, আবার কখনও বা কেবল এক একটা ডিগবাজি খেতে খেতে, দেখতে দেখতে সটান একবারে শ্রীমতির সেই রাসমঞ্চের তলে এসে হাজীর।

শ্রীমতীর, আমাদিগকে দেখে, আনন্দ যেন আর ধরেনা!-দেখতে দেখতে আনন্দ একবারে যেন ছির কুটে পড়্‌লো;—কাজেই কি করেন, বাঁক'রে আবার এক খানা খাসা টপ্পা ধ'রে ফেললেন।

টপ্পা।

আয় আয় (ওরে) আয়রে প্রাণ ভোমরা।
তোর তরেতে দাঁড়িয়ে আমি, হতেছি যে সারা।
(ওরে) তোর তরে প্রাণ কাঁদে,
নৈলে, চাই কি তোরে সাধে,
এ হৃদে?—
আমরা, গগণচাঁদে, যৌবন-বাঁধে,
বাঁধতে কি কাতরা?

আমরা বা ছাড়ি কেন, আমরাও ধরলুম,

গীত।

(ওহে) মনের মতন যুগল দেখনা।
এমন আর ত পাবে না।

সর্ব্বকাজে পোক্ত যে হে—সবজুট্ ছুজনা ॥
বল কি কাজ বা এমন,
যা না কর্‌বো সম্পাদন ?
আকাশে গে' তারায় দেগে, রাখ্‌ব নিশানা।
আমরা কি হে যেমন তেমন,
তেম্নি তালকাণা ?

গরাণহাটা সুন্দরী বললেন, "কি বলব যে, তোমাদের ছুজনকে আমি একত্র কর্ম্মস্থলে পাবনা, তা না হলে কি, আমি ভাবি ! তোমরা যে রকম কাজের লোক, এতে যদি তোমাদের ছুজনকেই আমি পাই, তাহলে ত' আমি একদিক থেকে, যত ধনীর মাথা চিবিয়ে খাই।"

আমিও বললুম, "কি করবে বল, নাচার ! হাজার হোক, আমি একটা এডিটার লোক, এ সব কাজে যদি আমি প্রকাশ্য লিপ্ত থাকি, তাহলে সেটা ভাল দেখাবে কেন,—সে যে মহা অধর্ম্ম—তাতে যে আমি বড় চটা, কেননা, সে যে বড় অসভ্যপানা !—তবে, অন্য একজনকে মধ্যস্থলে দাঁড়করিয়ে, আর আপনি একটু আড়ে আবডালে

থেকে, সবই করতে পারি, সে বড় ভারি কাজ নয় ; যে হেতু,

হাঁড়ী বেড়ী হাত আর, তিন দ্রব্য হয়।
বেড়ীটি সকড়ি, কিন্তু, হাত সকড়ি নয়॥

যে, মধ্যস্থলে থেকে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাতেই সমস্ত পাপ ও সমস্ত নিন্দে অর্শাবে,— আমার কি হবে ? আমি, যে খাঁটি সেই খাঁটি লোক-ই রইলুম ; অথচ, মাঝে থেকে ফাঁকতলে, 'ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ' চতুর্ব্বর্গই লাভ করা গেল।— আমি কি কম পাত্র ?

দেখুন, পাঠক ! ভেবে দেখুন, এ 'এডিটারি কাজ' একমাত্র আমাতেই সাজে কিনা। লোকে আবার আমার কাগজের নিন্দে করে ? যাদের,

ঘটে নেই একবিন্দু বুদ্ধি, এক কড়া পুঁজি।—
তারাই আমার নিন্দে করে (যত) আককুটে পাজি॥
চৌকষ না হলে পরে, হয় কি সম্পাদক ?
কত বিষয় লিখতে হয়, বুঝে দেখ, হক॥
বেশ্যাসক্ত না হলে কি, বেশ্যা চিনা যায় ?
মদ না খেলে, মদের কি স্বাদ, বোঝে কে কোথায়

চোর না হলে, চোরধরা কি, সহজ ব্যাপার?
গাইয়ে বাজিয়ে না হলে, ভুল, ধরে কেবা তার?
গুণ চিন্‌তে হয়না দেরি, দোষটা চিনাই শক্ত।
একটু একটু সর্ব্বদোষে, তাই আমি আসক্ত॥

বলা বাহুল্য, সেই দিন থেকেই আমার ইয়া-রের কপাল ফির্‌ল। আর তাঁকে কখনও একটি দিনের তরেও ভাত কাপড়ের ভাবনা ভাবতে হয় নি,—আমাকে ত নয়ই। অধিকন্তু, শ্রীমতীর খাস নজরে প'ড়ে, শিগ্‌গীরই আমরা দুজনে এক এক দোমহল দোতলা বাড়ী বাগিয়ে নিলুম—দেশে দুদশ বিঘে জমিও কিনলুম।

—০—

"যার হাঁড়ীতে ভাত খাইনি, সে বড় রাঁধুনী
যার সঙ্গে ঘর করিনি, সে বড় ঘরুণী ॥"

তারপর কি, বুঝ্‌চেন ? তারপর আমার ইয়ার ঠিক যেন গলাফোলা প্যাকোম-ধরা, লক্কা পায়রার মত, গলার ভিতর থেকে, খাসা একপ্রকার বকবকমি আওয়াজ ছাড়্‌তে লাগ্‌লেন। আমি তখনি বুঝ্‌লুম যে, ভবিষ্যতে আমাদের কপালে কি ঘট্‌বে। তবে, এখন মাঝ্‌পথে আর সে হাঁড়িটি ভাংবনা—ভাংবার আবশ্যকও করেনা : কেননা, ক্রমে ক্রমে সমস্তই আপনারা একে একে জান্‌তে পার্‌বেন। কথাতেই আছে, 'সবুরে ম্যাওয়া ফলে' ;—একটু সবুর করুন, এ থেকে আপনারা অনেক বিষয় শিখ্‌তে পার্‌বেন, সে জন্যে কোনও চিন্তাই নেই। এই যে—আমার ইয়ার, আর আমি—এই দুটির ভিতর দেখবার নেই,

এমন জিনিসটি-ই এ ভূ-ভারতে আছে কিনা সন্দেহ। এতে

. .

"নাগাৎ জুতো সেলাই করা আর চণ্ডী-পাট।
মিউনিসিপ্যাল মারকেট্, আর বদ্যিবাটীর হাট।
কালীঘাটের, মহাষ্টমীর বলিদানের পাঁঠা।
মেসো-পিসে, বাপ-দাদা, আর খুড়ো-জ্যাঠা॥
বৌ কথা কও, বৌমা, বাবু, পয়জারে পাজী।
বেল্লিকবাজার, কালাপানি, দরজি আর কুঁজি॥"
যেটি চাবে সেইটি পাবে, পাবেনা কেবল একটি।
যুধিষ্ঠিরের বাবা ব'লে, জান, যে পুরুষটি॥
সেটি যদি দেখ্‌তে চাও, তবেই কুঁপো কাৎ।
যিনি বাজীতেই বাজী ভোর, খেল্‌তে ব'সেই মাৎ।

আমার ইয়ার আমাকে জিগেস করলেন, "তবে আসি?" আমি বললুম, "তা আবার জিগেস করচ?" এখনি যাও—এই দণ্ডেই যাও। যেখানে 'লভ্য' আছে, সেখানে—তা, সে নরক তুল্য জায়গাই হোক, আর দ্বিতীয় স্বর্গই হোক—যাবার আস্তাটি হলেই যাবে।—"

ইয়ার বল্‌লেন, "তা ত জানি, তবে কিনা —দক্ষিণেটা ?"

গরাণহাটাসুন্দরী ঝাঁ ক'রে আপন দক্ষিণ হাতের পাঁচশত-পঞ্চাশ-টাকা-দামের হীরের আংটিটা খুলে বল্‌লেন, "তার ভাবনা কি,— এই নাও !"

ইয়ারও সুতরাং আর এক মিনিটও বাজে না কাটিয়ে, এক দৌড়ে সেখান থেকে চ'লে গেলেন, এবং বলাও বোধ হয় বাহুল্য যে, একদম জগচ্চন্দ্রের বাড়ীতে, তাঁর সেই বৈঠকখানায়, গিয়ে, হাজীর হলেন।

আমি যে এডিটার, তা আর আপনাদের জানতে নিশ্চয়ই বাকী নেই, সুতরাং বুঝতেই পাচ্চেন যে, আমাকেও 'সংবাদ-সংগ্রহ' (খবর জোগাড়) করবার জন্যে, তৎ-পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ছুটতে হবে,—হবেনা কি ? আমিও ঠিক সেইখানে দেখতে দেখতে-ই গিয়ে হাজীর হলুম, যেখানে জমিদার জগচ্চন্দ্র ব'সে, তাঁর সেই খাস পিয়ারের ইয়ার পাঁচ জনের সহিত নানা কাব্য-কথা—নানা গল্পগুজব কচ্চেন ; আর যেখানে, আমার ইয়ারও

গিয়ে, তাঁর সেই সাক্ষাৎ কন্দর্পের বাচ্ছার মত চেহারাখানি সমেত, ইতিপূর্ব্বেই দেখা দিয়েছেন।

আমিও সেথা গিয়ে পড়িচি, দেখি, আমার ইয়ার, দিব্যি ক'রে, তাঁর গলাটি সানিয়ে,—দিব্যি তান ধ'রে ধ'রে, প্রাণখুলে একটি গান গাইবার উপক্রম কর্‌চেন। বলেই দিয়েছি যে, আমি এডিটার, সুতরাং দয়া ক'রে একবার তথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তাঁর সেই গানটিতে কাণ পাত্‌তেও কাজেকাজেই যে ভুল্‌লুম না এটী নিশ্চিত।

ইয়ার গাইচেন,

গীত।

"হরি! প্যারী প'ড়ে ধরাসনে।
ওহে ব্রজরাজ! এইকি তোমার কাজ —
তুমি, রাজ্য কর রাজ-সিংহাসনে?
স্বরণবরণী রাজ-কিশোরীর,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণ-বরণ শরীর,
আরও কি তাহার থাকিবে শরীর,
দেখা হবেনা হে, তোমার সনে?"

জগচ্চন্দ্র বল্‌লেন, "সে কি রকম?"

ইয়ার তাঁকে গরাণহাটাসুন্দরী-সংক্রান্ত, সমস্ত কথাই একে একে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। আর, তার সঙ্গে 'রায় জগচ্চন্দ্রের' রূপ-গুণ-বর্ণনাটাও যে বাদ দেন নি, এটিও বেশ জান্‌বেন। তিনি বলতে লাগলেন,

শুন শুন ওহে জগচ্চন্দ্র জমিদার!
তবতুল্য, কহ, হেথা, কেবা গুণাধার?
ভুতলে অতুল তুমি—নাহিক তুলনা।
তোমার সমান কোথা পাইব বলনা?
খাসা এক রঙ্গালয় যেন তব অঙ্গ।
দিবা-নিশা হয় তায় কত মত রঙ্গ॥
যেমন সুদীর্ঘ যেন বাচ্ছা মনুমেণ্ট্।
তেমনি সু-বর্ণ যেন ভুসা দিসা-পেণ্ট্!
কি বাঁকা ত্রিভঙ্গ ছিল, শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে?
ধরে কি তাহারে মনে, হেরিলে তোমারে?
শুধু বাঁশী বাজাবার-কালে সে বাঁকিত।
তুমি বাঁকা চিরকাল, বাঁক-ই গঠিত॥
সে ত্রিভঙ্গ হ'ত, শুধু, কদম্বেরি মূলে।
তুমি হে ত্রিভঙ্গ হাটে মাঠে—সর্ব্বস্থলে॥

সোজা হ'য়ে হাড়ি মুচি সবে নাকি হাঁটে।
খোঁড়াইয়া তাই তুমি হাঁট সর্ব্ব ঘটে।
বাঁশীতে শ্রীকৃষ্ণ মন হরিত সবার।
তুমি মন হর, কণ্ঠ-স্বরেতে তোমার॥
কে না জানে, যেই দিন, জন্ম তব হ'ল।—
কত শত কাক-চিল-শুকুনী উড়িল?
কে না কাণে শুনেছে, সে দিন, চারি ধারে।—
কত শত গাধা(কি)না, ডেকেছে মধু-স্বরে?
কেটে গিয়ে বসুধা, সে দিন কতবার।—
ফাঁক হয়ে দেখালে অন্তর আপনার?
মনে হ'লে এখনও লোমাঞ্চ কার নয়?—
নমস্কার তোমার চরণে, মহাশয়!
আশীর্ব্বাদ কর, যেন তব গুণ পেয়ে।
কিঞ্চিৎ নেযাতে আমি পারি ফাঁকি দিয়ে॥

জগচ্চন্দ্র বল্লেন, "তা, এক শ বার পার্‌বে।"

ইয়ার বল্লেন, "তাহলে আর আমাকে পায় কে?—তাহলে আমিও অগ্নি, আরও অধিক উৎসাহে-ই কাজ্‌টি হাঁসিল করিয়ে দোব।"

জগচ্চন্দ্র। দেখ, দেবে ত'?

ইয়ার। নিশ্চয় দোব!—

এবং, এই ব'লে আবার পূর্ব্ব সুরে সুর মিলিয়ে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন,

আমি হে অধম অতি ব্রাহ্মণের কুলে।
আমার সমান দীন, কে এ মহীতলে?—
পরিধানে দেখ শত-ছিন্ন এক বস্ত্র।—
যথা ছিন্ন ছাতা-ধরা বহুকেলে শাস্ত্র॥
এমনি ময়লা পৈতা গাছটি আমার।
ঠিক যেন কলুর ঘুন্সি কি ভাগা,আর!
নাহিক উদরে অন্ন চক্ষু-কোল বসা।
তৈলহীন মস্তকটা উকুনের বাসা॥
তবে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্য-ফলে।
পেয়েছি যা বুদ্ধি কিছু, দিব্য যস্-বলে॥—
হেন কার্য্য বিশ্বে কিবা, আমি যা নাপারি?
আকাশের চাঁদ ধরি, মনে যদি করি॥
ফাঁদ পেতে দেবতা তেত্রিশ কোটি বাঁধি।
সাগর সাতটা শুষি, হয় সাধ যদি॥
এই যে নয়ন-বান দেখিছ আমার।
কি আর বলিব আমি, কি গুণ ইহার?
এক মুখে বলিয়া কি করা যায় শেষ?

বল্লি যদি, প্লাবিত হইবে তাহে দেশ !
এ নয়ন-বাণ আমি যারে নিক্ষেপিব।
একদম, পিরীতে মারিয়ে তারে দিব ॥
উঠিবার শক্তি আর রবে কি তাহার।
আমিময় ভুবন হেরিবে অনিবার ॥
জীবিত থাকিতে ঘরে আপনার নারী।
চক্ষের উপরে ভগ্নী হরিনু তাহারি ॥—
দেখিল চাহিয়া কিছু, বলিতে নারিল।
মাত্র চক্ষু দুটি শুধু হল ছলছল ॥
লেখা পড়া শিখিলে মাথার ব্যামো হয়।
শিখি নাই, তাই তাহা জানিও নিশ্চয় ॥
ঘরেতে আছয় মম কাঁদিবার-লোক।
সে ব্যামোয়, ভাব দেখি, কত তার শোক ?—
পূর্ব্বহতে ভাবিয়া দেখিয়া ভবিষ্যৎ।
শিখি নাই তবে, দিয়া, নাকে কাণে খৎ ॥
তবে আর যাহা কিছু, শিখেছি সকলি।
নানা গুণে গুণবান্—কিরি কুতুহলী ॥
চুরি-জুয়াচুরি-জাল জালিয়াতি আদি।
নিঃ-শঙ্ক হৃদয়ে আমি সাধি নিরবধি ॥
আমার অসাধ্য বল, কি আছে ধরায় ?

কোন্ কার্য্য, আমি নাহি পারিব হেথায় ?
টিকী-কাটা ব্রাহ্মণের পৈতা-ছিঁড়া আর।
পুছেঁদেওয়া ছাবা, নাম, তিলক নাসার॥
কচি কচি ছেলের—মেয়ের মাথা খাওয়া।
আর তথা, অগম্য-গমনে নানা, যাওয়া॥
এক মুখে এক দ্রব্যে ভাল-মন্দ বলা।
খোষামোদ করা আর খোষামোদে গলা॥
যে দিকে ফিরাও, আমি, সে দিকে ফিরিব।
যেমন করিয়া হোক্,—স্বকার্য্য সাধিব॥

জগচ্চন্দ্র বল্লেন, "বটে! তবে ত' বেশ ? আচ্ছা, কি কর্তে হবে. বল,—এখনি আমি তা কর্চি।"

ইয়ার বল্লেন, "রসুন! রসুন!—এরি মধ্যে কি সমস্ত বলা,হয়ে গেছে ?—এখনও যে ঢের বাকী—ঢের এখনও শুনতে হবে! ধৈর্য্য ধ'রে, আমার গুণগ্রাম-বর্ণনার আর একটু খানি শুনুন, তবে ত ? আমার জোড়া আর একখানি, আছে কি ?—পাবেন কি ? আমি পৃথিবীর সাত অত্যাশ্চর্য্য জিনিসেরই মত, আর একটি। কেতাবে, আমার

নামটাও যে অগ্নি কেন দিয়ে দেয়নি, তা ত বল্‌তে পারিনা—বুঝেই উঠ্‌তে পারিনা! আমার মত অত্যাশ্চর্য্য বস্তুইবা আর কি আছে?"

জগচ্চন্দ্র। ভাল আরও দুই এক পর্দ্দা উঠুক্‌ তবে।

ইয়ার। আজ্ঞে, এই আজ্ঞেটি আমি চাই।

জগচ্চন্দ্র। বেশ, কুচ্‌ পরোয়া নেই,—ব'লে যাও।

ইয়ার। শুনুন,—আমার পরিচয়টা তবে আর একটু ভাল ক'রে—একটু রগ্‌ ঘেঁসিয়ে-ই দিই, শুনুন,—

যমালয়ের কিছু দক্ষিণ জাহান্নব ধাম।
দেশ-বিখ্যাত সহরগুলজার বাবামশায়ের নাম॥
রঙে ঢঙে আর সঙে একদম্ পরিপক্ক।
কণ্ঠস্থ আগা গোড়া যত বদনের-তুক॥
ছক্কা-পঞ্জা-মার্‌নে-ওলা এমনটি আর নাস্তি।
মন-গলানো মিষ্টি কথায় জগৎ বলে, 'স্বস্তি!'
সদাই দন্ত-আছেন বেরিয়ে, এমনি সাফাই হাঁ।
ঘাড়্‌ বেঁকিয়ে বৈ তিনি পথটী চলেন না॥
সরা যেন ধরা খানা—এমনি বেড়ান ঘুরে।
সাত সমুদ্র তের নদী সব যেন তাঁর করে॥

কার সাধ্য ধরে তাঁর ঘরে নেইক ভাত।
বাড়ীর সাম্নে স্তুপাকার এঁটো কলার পাত ॥—
রাতারাতি, আঁস্তকুড় ঝেঁটিয়ে সবাকার।
জড় কর্‌বেন এঁটো পাত, মেটে গেলাস্ আর ॥
ঠিক যেন তার পূর্ব্ব রাত্রে, গেছে কিছু কর্ম্ম।
বুঝে দেখুন, কেমন শিয়ান্—কেমন খাসা জন্ম ॥
যেদিন দেখ্‌বেন বাড়ীতে আজ্ ভাতটি জোটা ভার।
অম্নি সেদিন, যোগীরূপ ধরবেন চমৎকার ॥
'অরন্ধন' ব'লে সেদিন, লিখে রাখ্‌বেন দোরে।
কার সাধ্য ভাত নেইক' ব'লে আর ধরে?
কাচা খুলে, গেরুয়াপরে, গাঁজায় দেবেন দম।
মুখে মুখে, 'ব্যোম ব্যোম' রব, উড়বে হরদম ॥
'অকালেতে অরন্ধন?' জিজ্ঞাসা যদি কর্‌বে।
অম্নি খাসা জবাবটি তার, মুখে মুখে শুন্‌বে ॥
অম্লান বদনে বলবেন, "নারায়ণের আজ্ঞে!—
এ অরন্ধনে এত ফল, হয়না যা যাগযজ্ঞে ॥"
সেই বাপের বেটা আমি, নাম চুলোচাঁদ।
গুণে, গুণসিন্ধু-রূপী, রূপসী-বাঁধা ফাঁদ ॥
গরাণহাটার, "গরাণহাটা সুন্দরী নামে নারী।

উপস্থিত, লেগেছি আমি, চাকরীতে তাহারি ॥
আপনার রূপের ফাঁদে, গেছেন তিনি প'ড়ে।
তাই আমারে দিলেন পাঠিয়ে, দুটি পায়ে প'ড়ে॥
না যদি আপনি তাঁহারে রাখেন যুগল পায়।
বিরহে বিদগ্ধ তাঁর প্রাণ বুঝি যায়॥

জগচ্চন্দ্র বললেন, "বল কি ?"

ইয়ার বললেন—আর এখন ইয়ার ব'লেই বা বলি কেন,— চুলোচাঁদ বললেন, "হুজুরের নিকট, যা নিবেদন কর্‌লুম, তার এক চুলও মিথ্যে নয়; কেননা, আপনার নিকট যদি মিথ্যে বলবো, তবে সত্যি বলবো, কার কাছে ?"

জগচ্চন্দ্র। ভাল, আমাকে এখন কি করতে হবে, বল।

চুলোচাঁদ। করতে আর হবে কি,—কেবল আমার সঙ্গে একবার সেখানে যাবেন, আর তাঁর মাথায় ও ঘরে-দোরে চারটি চারটি পার ধূলো দেবেন!

জগচ্চন্দ্র। এইত ?

চুলোচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ।

জগচ্চন্দ্র। কুচ্ পরোয়া নেই! এখনি আমি সেথা যাচ্চি, আর—শুধু তার ঘরে-দোরে মাথায় কেন,—তার চার্ চোদ্দ পুরুষে, জ্যান্ত বা অজ্যান্ত, যেখানে যত আপনার কেউ আছে,সে সকল কারই মাথায়, আমার এই শ্রীচরণের ধুলো এক এক রাশ দিয়ে দোবো' খন।

চুলোচাঁদ। দেবেন তো?—দেখুন, দেবেন তো?—যাবেন তো?

জগচ্চন্দ্র। খুব দোবো! খুব যাবো! আর কেন-ই বা যাবো না! আমি কি কোনও কাজে, কখনও, পেছ্ পাও আছি যে, এতেও পেছপাও হবো!

চুলোচাঁদ। ব্যাস!—তাহলেই হলো! আঃ তাহলে আমায় পায় কে! আমি তো রাজা তাহলে!

গীত।

হায় হায়! এমন দিন কি হবে। (আমার)
রাজা জগচ্চন্দ্র রায়, সঙ্গে আমায় যাবে।

এমন খাঁটি কুলীন-পুত্র,
বলনা পাব আর কুত্র ?—
সন্ধটি নেই অনুমাত্র,
মিত্র এজন রবে ॥
আর. তাই যদি হয়, কারে বা ভয়,
আমার এ ভবে ?

তবে চলুন ?

জগচন্দ্র। চল।

গীত

চল চল চাঁদ বদনটি, চলি হে চল।
এ সব কাজে, ধরার মাঝে,
কে আর আমার সমান বল ?
যদ্‌তে নেই ঈশ্বরের দয়ায়,
কে না মুগ্ধ আমার মায়ায় ?
আমি যারে বাঁধবো ওরে,
তার বাঁধন কি, হয় আর এ-ল' !
তবে কথা' চাই যে টাকা,
বিনে টাকা যায় কি ট্যাকা ?
ট্যাকায় যতন, টাকায় মাতন,
চাই যে টাকা খোলো খোলো ॥

হবেনাকো অধিক দেরি,
করোনাকো বদন ভারি,
এখনি আসিব ফিরি,
হবো রসে ঢলো ঢলো ॥

চুলোচাঁদ। ভালো, আসুন তবে।
এলে পরেই যাওয়া যাবে॥

বলা বাহুল্য, জগচ্চন্দ্র তদণ্ডেই টাকা আনতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন, আর আমার ইয়ার চুলোচাঁদ তিনি আর কি করবেন, কাজেই একটু মেহেরবাণী করে, তার জন্যে, আরও একটুখানি সময়, সেই খানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন, "তাইতো। সব আবার কেঁচে যাবে না তো! "যে রকম আমার জোর বরাত্, বলাও তো যায়না।

পাঠক। চুলোচাঁদের বরাত যে কেমন শুনবে কি?

চতুর্থ আসর।

পিতা সহর গুলজার, করে সহর গুলজার,—
পুত্রের কেমনে পেট ভরে।
মনোদুখে ম্রিয়মাণ, করিছেন সন্ধান,
কোথায় চাকরী কার ঘরে!
দিনে দিনে দিন যায়, কোথাও চাকরী না পায়,
'কি হবে উপায়' খালি ভাবে।
না পায় কোনও উদ্দেশ, ফেরে এদেশ ওদেশ,
অঙ্গ কালি হলো ভেবে ভেবে॥
একদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়ে গঙ্গার কূলে,
ভাবে হেন আকাশ পাতাল।
এমন সময় দেখে, ডাকিছে কে দূরে থেকে
চাঁদমুখ হাসি এক গাল॥
ছুটে তাঁর কাছে যায়, প্রণাম করয় পায়,
কেননা সন্ন্যাসী সেই জন।—

দিব্য গেরুয়া বসন, দিব্য গায়ের বরণ,
কাচা খোলা কোঁচা সুচিকণ ॥
রুদ্রাক্ষের মালা হাতে, দিব্য জুতা চরণেতে,
পৈতা-পুড়াওন ভস্ম অঙ্গে।
বগলেতে বেদ চার, যেন ব্রহ্ম অবতার,
রঞ্জিত অধর দিব্য রঙ্গে ॥
ভক্তিভরে করি নতি, সেই সে সন্যাসী প্রতি,
জানান আপন দুঃখ-কথা।
শুনি সকল কাহিনী, সন্যাসী কহেন বাণী,
ভাল, তবে, চল মোর তথা ॥
বড় বহু দূরে নয়, অতি নিকটেই হয়,
আমার আস্তানা সেই মঠ।
তথা যদি যাও তুমি, আমরা যতেক স্বামী,
করিব ব্যাভার অকপট ॥
শুনি চুলোচাঁদ ভাবে, "কি আর ভাবনা তবে,
এখনি সঙ্গেতে আমি যাব ॥
কি অধিক এ মর্ত্তেতে, আছে সাধুসঙ্গ হতে,
এ সুযোগ কোথাই বা পাব।"
অতঃপর সঙ্গে তাঁর, হইলেন আগুসার
ক্ষণেক না করিয়ে বিলম্ব।

সেই দণ্ডে গিয়ে তথা, নিলেন চিমৃটা হাতা,
তুলিলেন মহা কীর্ত্তিস্তম্ভ ॥
কিন্তু যার ভাগ্যে দুখ, কেবা তারে দেয় সুখ,
দুইদিন মাত্র তথা গত।
সহসা স্তম্ভ আবার, ভেঙ্গে হলো চুরমার,
ধিক দিলে যেথা লোক যত ॥

কি বললেন, পাঠক ! সে কি রকম ? রকম বড় ভাল ! শুনুন,—

একদা সাঁজের বেলা, হঠাৎ একটি চ্যালা
আসিয়ে তথায় দিল দেখা।
সন্যাসীর কাণে কাণে, বলিল কি সঙ্গোপনে,
লাগায়ে চুলোর প্রাণে ধোঁকা।
চুলো ভাবে "এ কেমন, লুকোচুরি কি কারণ,
সন্যাসীর গুপ্ত কথা কিবা।"
কিন্তু এ ভাবনা তার, রহিল না বড় আর,
শুনিলেন শীঘ্র, কথা যেবা ॥
কহিলেন সাধুবর, চুলোচাঁদের গোচর,
শুন শুন ওহে চুলোচাঁদ।

তুমি তো চতুর অতি, এক কাজ সম্প্রতি,
কর দেখি, বুঝি তবে ছাঁদ॥"
চুলো কন্, মহাশয়, "বলুন, কি আজ্ঞা হয়,
সাধ্য হলে, অবশ্য সাধিব।
হেন কার্য্য কিবা ভবে, আমা হতে যা না হবে,
আমি যা না সাধিতে পারিব॥"
সন্যাসী কহেন "শুন, প্রকাশ না হয় যেন,
তা হলে সকল পণ্ড হবে।
অতিশয় সাবধানে, করিবেক সঙ্গোপনে,
হইবে সফল কাম তবে॥"
অন্তরে অন্তরে চুলো, কত ভাবিতে লাগিল,
"এ আবার কি ভর ব্যাপার!
গোপনে সাধিতে বলে, পণ্ড হবে প্রকাশিলে,
না জানি কি কার্য্য চমৎকার!"
কহিলেন সাধুবর, "যেতে হবে ক্রোশান্তর,
পরবর্ত্তী পাইবে যে গ্রাম।
তথায় গাঙ্গের ধারে, এক গৃহস্থের ঘরে,
আছে এক নারী, 'লিলি' নাম॥
এই যামিনী ভিতরে, পারহ যেমন ক'রে,
আন ধরে, তাহারে হে তুমি।

পঞ্চম আসর।

হাঁ, ভাল কথা, জগচ্চন্দ্র তো টাকা আন্তে গেলেন, কিন্তু কোথায় গেলেন? ঐ দেখুন পাঠক! জগচ্চন্দ্র তাঁর আপন বাড়ীর মধ্যে। সেথা তাঁর স্ত্রী সত্যমতীকে তিনি কি বল্‌চেন, আসুন তাই একবার শুনি।

জগচ্চন্দ্র বল্‌চেন,

গীত।

রাখো মিনতি, সত্যমতি! রাখো মিনতি, রাখো লো!
দাঁড়িয়ে এই অধীন তব, দেখো আঁখি মেলি, দেখো লো।
সামান্য টাকার তরে,
দাঁড়িয়ে অপমান যে রে,
দয়া কোরে বাঁচাও মোরে,
লজ্জা আঁখি ঢাকো লো।

গীত।

সত্যমতি। ভং

করেনা কি লজ্জা তোর, ওরে ন্যাকা মিন্‌সে
আমি দেবো টাকা তোরে,
তুই যাবি বেশ্যা-ঘরে,
বল্‌তে এ কথা তোর,
মুখ গেলনা চিম্‌সে ?

ধিক তোরে শত ধিক,
কি আর বলিব অধিক,
আয় দেখি কাছে তুই,
দিই গতর ধুম্‌সে ॥

যার হাতে তোর আছে টাকা,
যা না কেন মিন্‌সে ন্যাকা,
সেইখানেতে যানা কেন
বস্‌গে যানা জোম্‌সে ॥

ভাল চাস্ তো আর আসিস্‌না,
আমায় এসব আর বলিস্‌না,
ভেঙ্গে দোবো মুলো দাঁত ঐ,
করে দোবো পান্‌সে ॥

গীত

জগচ্চন্দ্র।

স্মুন্দরি! বচন না কর আন্।
দেখো জ্বালাইছে বড় দারুণ সে ফুল-বাণ॥
তুমি না রাখিলে পায়,
ঠেকিব আজি বড় দায়,
রাখো মান প্রাণাধিকে
বধোনা বধোনা প্রাণ॥

সত্যমতি বললে, "বটে, ফের ঐ কথা।—দাঁড়াও তবে।" এবং এই বলে, এক শতমুখী হাতে নিয়ে, আচ্ছা কোরে ঘা কত দিয়ে দিলেন।

জগচ্চন্দ্র। এইটেই কি উচিত হলো?

সত্যমতি। আজ্ঞে হাঁ, এই রোগেরই এই ওষুধ।

জগচ্চন্দ্র। মারতে বারণ কচ্চিনা, বরং আরো, ঘা কত ইচ্ছে কয়ো তো দিয়ে দাও,—তবে কিনা টাকাটা, দয়া কোরে দাও, নৈলে মারা যাই।

আসর

বলা বাহুল্য, সত্যমতি জগচ্চন্দ্রকে তাঁর প্রার্থীত টাকা কিছুতেই দিবেন না, এবার জগচ্চন্দ্রও কাজেই কি করেন, অগত্যা তাঁর মার কাছেও একবার যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু পাঠক! তাঁর মা-ই কি সহজে টাকা হস্তান্তর করবার পাত্রী? তিনিও আগুতে, বারকত খুব বহরসৈ মুখ ঝামটা, তারপর নাকিসুরে দিব্যি বিনুনির সহিত বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না, তার পর ভুঁয়ে পড়ে, হাত পা আছড়ে, খানিকটা গড়াগড়ি দেওয়া ইত্যাদি কত কত অভিনয়ই না দেখালেন; তবে কথা কি না, তাঁর হলো পেটের সন্তান, যখন দেখলেন যে, নেহাৎ আর না দিলেই নয়, তখন কি করবেন কাজেই দু দশ টাকার অপব্যয় জেনে শুনেই করতে প্রস্তুত হলেন। তবে বল্লেন,—দিব্যি এক পিলু বারোঁয়া রাগিণীতে খ্যাম্‌টার লয়ে বল্লেন,—

গীত।

(ওরে) তোর জন্যেই অরণ্যে মোর বাস।
(হলেম) গৃহে থেকে বনবাসী, এই কি ভাগ্যের প্রকাশ?
তুই যে মোর একমাত্র নিধি,
তুইও কি আমায়, হলি বাদী?
না জানি কোন্ পাপে বিধি,
ঘটালে এ সর্ব্বনাশ।

জগচ্চন্দ্রই কি ছাড়্‌নেওয়ালা? জগচ্চন্দ্রও অমনি ধাঁ করে একটা উত্তর ধর্‌লেন, যে উত্তরটা এখনও আমার কাণের গর্ত্তে গর্ত্তে যেন ধ্বনিত হচ্চে,—ধর্‌লেন,

গীত।

মাগো! চোক থাক্‌তে, তুমি যে কাণা।
কিসে ভাল, মন্দ কিসে,
তুমি ত তা বোঝনা॥
আমি কি তোমার তেম্নি ছেলে,
আমার জুড়ি কে ভূতলে;
এমনটি আর কে কোথা পেলে?—
কোল্‌লো ভাগ্য, তাইত মাগো,
পেয়েছ এ ধন-সোনা।
তবে কিনা, রাং কি সোণা,
চিন্‌বে কে জহরী বিনা?

আহা! মধু যেন ঢেলে দিলে আর কি! পাঠক! বল্‌বো কি, যেন মা সরস্বতীর হাতে বীণার ঝঙ্কার হলো!

জগচ্চন্দ্র আবার বল্লেন, মা! তুমি কি মনে করো, আমি নিতান্ত বাজারে বাজারে বেড়িয়ে, আর কেবল মদ ভাং খেয়ে খেয়েই টাকা কড়ি ওড়াই? তুমি এটি বেশ জেনো, এখনো তেমন অধঃপাতে আমি যাইনি। সম্প্রতি এক দেশের এক রাজকন্যে এসে, এই সহরে বাস কর্‌ছেন, তাঁর ইচ্ছা তিনি স্বয়ম্বরা হবেন। তিনি লোকমুখে আমার প্রশংসাবাদ শুনে, আমাকেই স্বামীরূপে বরণ কর্‌বেন মনস্থ করেছেন। এখন বল দেখি মা, তিনি যদি আমার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই একবার দেখা করিতে চান, তার সঙ্গে দেখা করা ও তাঁকে ভোজ টোজ দোবার জন্যে দু পাঁচ টাকা খরচ করা আমার উচিত নয় কি?

জগচ্চন্দ্রের মাতা আর কথাটি কৈতে পারেন কি? আপনারাই বলুন, পারেন কি? তিনি অম্নি কেমন যেন এক রকম হয়ে গেলেন।

জগচ্চন্দ্র ফের বল্লেন, "তুমি অবশ্য আপাতত

মনে কর্‌তে পার যে, রাজকন্যেকে বে করে আমার কি হবে ; কিন্তু না, যদি তুমি একটু সম্‌ঝে, বেশ একটু তলিয়ে বুঝে দেখ, তা হ'লে নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, এতে আমার লভ্য আছে কি না। ঐ যে রাজকন্যে যিনি নিজগুণে আমাকে এই প্রকারে বে কর্‌তে মনস্থ করেছেন এবং আমাকে তা প্রকাশ্যে জানিয়েও পাঠিয়েছেন, তাঁর বাপের, অথবা মায়ের ঐ মেয়েটিই সবেধন নীলমণি অর্থাৎ তাঁদের অন্য ছেলে পিলে আর একটিও নেই। যখন রাজকন্যের বাপ মার কাল হবে, অর্থাৎ স্বয়ং সূর্য্যনন্দন এসে তাঁদের ওপর অনুগ্রহ কর্‌বেন, তখন আমাতেই ঐ সমস্ত বর্ত্তাবে। কেননা, আমার জানা আছে, (যেহেতু আজ কাল আমার জ্যোতির্ব্বিদ্যাতেও কিছু কিছু দখল জন্মেছে) যে রাজকন্যের গর্ভসঞ্চার আদৌ হবেনা, আর সুতরাং কোনও গতিতে ওঁকে ওঁর বাপ মার স্থান সই কর্‌তে পার্‌লে একমাত্র আমিই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়াব।

এইবার জগচ্চন্দ্রের মার মুখে হাসি যেন আর ধরে না ;—বল্লেন, 'বটে ? তবে আর টাকা

দিচ্চি।” এবং এই বলে, আপন হাতের বাউটি, কোমরের গোট, গলার দমাহার ইত্যাদি গহনা পাড়ার এক সুদপেশা স্ত্রীলোকের নিকট বন্ধক রেখে শদুই টাকা এনে পুত্রের শ্রীকরে অর্পণ কল্লেন; পুত্রও অম্‌নি হাস্‌তে হাস্‌তে দেখতে দেখতে একটি লম্ফে পগার পার!

যদি বলেন, “কোথা গেল?” তার উত্তরে আমরাও অম্নি বলতে বাধ্য হলেম, “যাবেন আর কোথা, গেলেন সেইখানে;—

যেখানে,
পিয়ারের সেই চুলোচাঁদ চাঁদটি হেন বসে,
মনে মনে লঙ্কা ভাগ কচ্চেন হেসে হেসে;—
যেখানে,
উপস্থিত স্বর্গপথের সিঁড়িটি তাঁর রয়,
যাঁর কাছেতে যেতে পাল্লেই অম্নি মোক্ষ হয়;
এক,
যিনি বই আর উপস্থিত নেইক সুহৃদ তাঁর,
সেইখানেতে গেলেন যেখানে সেই গুণাধার।

সপ্তম আসর

বলা বাহুল্য, জগচ্চন্দ্র ও চুলোচাঁদে মিলিত হয়ে, শীঘ্রই আবার সেই স্থান ছেড়ে শ্রীশ্রীমতির নিকট যাত্রা করলেন, এবং দেখতে দেখতে ক্রমে তথায় হাজির হয়ে, তাঁর ভিটে মাটি ইত্যাদি করে, একে একে সমস্তই পবিত্র করে দিলেন।

গরাণহাটা সুন্দরী ইতিপূর্ব্ব হতেই একটা বক্স হারমোনিয়ম বাজাচ্ছিলেন, সুতরাং তাঁকে আর বড় বেশী মেহনৎ করে হারমোনিয়মটি আন্‌তে পাড়্‌তে বাজাতে কোনও বেগ্ পেতে হলো না, তিনি অম্নি তাঁর ধৃত সেই পূর্ব্ব সুরেই সুর মিলিয়ে উপস্থিত নাগর রাজের অভ্যর্থনা গান ধরলেন।

গীত।

এস এস ওহে জগচ্চন্দ্র গুণধাম।
নিজগুণে অধীনীর পুরাও মনোস্কাম।
তব সম মহাজন, কে আর আছে এমন।
তব যশ ত্রিভুবন, গাহিতেছে অবিরাম।

জগচ্চন্দ্র ধরলেন,

গীত।

তোমারি চখের গুণে, জেনো তা সুলোচনে।
নতুবা অধীন, বল, গুণবান কোন গুণে?
মাত্র দেড়খানি ঠ্যাং, চলি যেন কোলা ব্যাং।
কল্যাণি! করো কল্যাণ, কৃপা কর এ জনে।

চুলোচাঁদ বল্‌লেন,

আপনারা তবে আমোদ আহ্লাদ করুন, আমি আসি?

জগচ্চন্দ্র। সে কি, তাও কি হয়ে থাকে?

গরাণহাটা। তাইত! তাওকি কখনও হয়ে থাকে?

চুলোচাঁদ। বটে, তবে ত ভাল! কিন্তু কথা কি না;—

গীত।

ফুলে ফুলে কর্‌তে খেলা ফুলকুমারীর উদ্যানে।
নিত্য অলি আস্‌বে কত, বস্‌বে ওচাঁদ-বদনে।
আমি সামান্য পতঙ্গ, কি জানি বা রসরঙ্গ।
অনঙ্গের অঙ্গ হেন, প্রেম কামনা এ দীনে।

গরাণহাট সুন্দরী।

গীত।

ওহে গুণবান্ কি বলে, গুণ আছে আমাতে।
কাজে দেখেই ত কাজীর বিচার হয় হে ভারতে।
তুমি যে এক গুণী, তাইত পাই এ গুণমণি,
না কল্লে দয়া আপনি, হতো কি ভাগ্যেতে?—
পেতাম কি এ নরমণি, আনি এ কথাতে?

চুলোচাঁদও কাজে কাজেই সেদিন গরাণহাটা সুন্দরীর কাছ ছেড়ে অন্যত্র যেতে আর কোনও মতেই পাল্লেন না, অপিচ সেই খানেই সেদিন আমোদে প্রমোদে, রঙ্গরসে, হাস্য পরিহাসে সে নিশী সেইখানে থেকেই ভোর!

পাঠক মশায়! যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, সে আমোদ প্রমোদ কেমন, সে রঙ্গরস কেমন, বা সে হাস্য পরিহাস কেমন, তবে আমাদিগকে অবশ্য বাধ্য হয়েই তৎসম্বন্ধে দু চার কথা বল্‌তে হয়, কিন্তু আমার মতে, তা আপনাদের না শুনাটাই বোধ হয় মঙ্গলজনক, কেন না আমি জানি,—বেশ বিশ্বস্ত সূত্রেই জানি, যে একবার সে আমোদ প্রমোদ দেখে যে সে রঙ্গরসে মন রসায়, অথবা

সে হাস্য পরিহাসের মধ্যে প্রাণটা একবার ছেড়ে দেয়, তারই প্রাণ মন চিরটাকাল যেন লকে গাঁথা ঘুঁড়ীর মতন বোঁ বোঁ করে শূন্য পথে উড়ে যায়; আর সে ওড়া, এমন ওড়া যে, আর কস্মিন্‌কালেও সে তার প্রাণ মন আত্মবশে আন্‌তে পারে না।

কি বল্লেন, আপনারা তা শুন্‌বেনই? তা দেখ্‌বেনই? ভাল শুনুন তবে, দেখুন, কিন্তু অতি দূরে দূরে থেকে, খুব আড়ালে আব্‌ডালে থেকে বেশ করে আপ্তশার করে, খুব ঈষৎ দৃষ্টি করে তবে দেখুন!

ঐ দেখুন কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

ক্রমাগত ওঠে রোল 'দে ঢাল' কেবল।
ঘন ওড়ে বোতলের ওপর বোতল।
ঠমক ঠমক নাচ যেমতি ভালুক।
কে কার ঘাড়েতে পড়ে, শব্দ 'হাক্ হুক্'।
কামড় মারিছে কেহ, ঘাড়েতে কাহারও।
সে বলে চীৎকার করি, কামড়াবে আরও।
উদ্গার কোথাও হয়, কোথাও বমন।
গুণ গুণ ধ্বনি বা কোথাও ঘনে ঘন।
'শালা' বোলে কোথাও কারও বা তাড়াবাড়ী।
মা বাপে স্মরিয়া ক্রন্দনের বাড়াবাড়ী।

ছুটা ছুটি ছুটা ছুটি হয় ঘনে ঘন।
দেখিছ কি, সম্মুখে কি দৃশ্য মনোরম?
ক্ষমা দাও, আর না লিখিতে বেশী পারি।
অধিক লিখিতে গেলে, গ্রন্থ হয় ভারি।

পাঠক! ব্যাগত্যা করি, আর এ দৃশ্য না দেখে একটু ধৈর্য্য ধরে চলুন, একবার জগচ্চন্দ্রের মা জ্ঞানবতীতে ও তাঁর বধূ সত্যমতিতে কি কাণ্ড কারখানা করতে আরম্ভ করেছেন তাই একবার দেখে আসি।

'এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"—
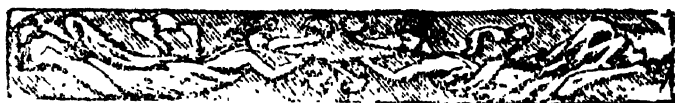
দ্বিতীয় কারখানা।

প্রথম আসর।

জগচ্চন্দ্রও একদিক দিয়ে টাকা গুলি হাতগত করে বাড়ীর বার হয়েছেন, এদিকে তাঁর স্ত্রী সত্যমতী ও গর্ভধারিণী জ্ঞানবতীতে তুমুল সংগ্রাম! সত্যমতি বলে, "তুমি ওকে টাকা কেন দিলে?" জ্ঞানবতী বলেন, "সে আমার ইচ্ছে; তোমার তাতে কি?

পাঠক! রহস্যটি আপনারা যাতে সম্যক জ্ঞাত হতে পারেন, তজ্জন্য তাঁদের সেই বাকযুদ্ধের প্রণালিটি আদ্যোপান্ত আপনাদের চক্ষের উপর এই ধরলুম, এখন আপনারা একটু ধৈর্য্যধরে, মনোযোগ পুর্ব্বক একবার দেখে যেতে পারলেই হল। সে বাক্যুদ্ধ কি রূপ? তবে শুনুন,—

সত্যমতি বলচেন,

লজ্জা নেই নচ্ছারনী, তাই,
নাড়িস্ আবার নাক।
থোঁতা মুখের, ভোঁতা কথায়,
করিস্ ফাঁকা জাঁক॥
মা হয়ে তুই, আপন হাতে,
খাস ছেলের মাথা।
বল্ দেখি, আবাগি, এমন
শুনেছে কে কোথা?
ছেলে যাবে, রাঁড়ের বাড়ী,
তুই যোগাস তার কড়ি।
তিনকাল থাকী মাগী, তোর কি,
জোটে না গলার দড়ি?
এখনি কেন, কলসী নিয়ে,
উল্‌গে যানা জলে।
কোন সুখ আর, বাঁচনে তোর,
ভাল গণি ত মলে॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, শত ধিক্,
জন্মেতে রে তোর।

এরি মধ্যে, হয়েছি বা কি,
তোর খোয়ারের গুর ॥
হন্দ নাকাল, হতে হবে,
কাঁদবি দিন রাত।
চোকের জলে, নাকের জলে,
শরীর হবে পাত ॥
রাজকন্যে, বে করে,
আন্‌বে তোর ছেলে।
বল্‌ এ আশা, মনে তোর,
কিসে স্থান পেলে ?
কি এমন গুণ, কি এমন রূপ,
ছেলেতে তোর আছে।
যার জন্যে, রাজকন্যে বে,
কর্‌ত্তে চেয়েছে ॥
বলি হারি, বুদ্ধি তোর,
বলি হারি জ্ঞান।
দেখে শুনে, এক কালেতে,
হয়েছি অজ্ঞান ॥
সাবাস্‌ সাবাস্‌, ওরে বুড়ী,
ছুঁড়িতে মান্‌লে ঝক।

এমন চলান্, চলাবে আর,
কোন আহাম্মক ॥
আপনা হাতে, আপন ঘরে,
কেবা আগুণ জ্বালে।
আপন ধনে, আপনি বঞ্চিত,
কে ‌বা কোন কালে ?
ভাল ভাল, যেমন বুদ্ধি, (এবার)
শাস্তি তেম্নি পাও।
আর যে সে, ফির্‌চে না ঘরে,
ঠিক জেনে নাও ॥
আমার যেমন, পূর্ব্ব জন্মের,
আছিল সুকৃতি।
তেম্নি পতি, পেয়ে ছিলুম, এই
ডাকিনীরসন্ততি ॥
মা হয়ে যে, ছেলের মাথা,
এমন করে খাবে।
কেমন করে, বাপ মা আমার,
আগেতে জানিবে ?
জান্‌তে যদি, পার্‌ত তবে,
দেবে কেন এ ঘরে ?

দেবে কেন, আক্‌কুটে. এ
ঘর খাকিদের ঘরে ?
কোথা প্রভু, বৈশ্বানর !
মুখ তুলে হে চাও।
শিগি্‌গর করে, এ আবাগিরে,
কোলে তুলে নাও ॥
কোথা আর, জুড়াবার স্থান,
আছয়ে আমার।
অজ্ঞাত, এ সংসারেতে,
কি বল তোমার ?
শীগি্‌গর এ পাপ সংসার,
পুড়ে হোক্‌ ছাই।
এ সংসর্গে, জ্ঞান সত্ত্বে,
থাক্‌তে ত আর নাই ॥

এবং এই বলে, মিহিনাকী আওয়াজে গুণ গুণ করে একখানা গানও যে না ধর্‌লে এমন না এবং ফুলঝুরি, রং মশাল চর্কিবাজী ইত্যাদির মত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কেরামতিও তৎসহ দেখাতে ক্রটি যে কর্‌লে না, এ ও নিশ্চিত। যদি বল সে কি কেরামতি,-সে কি গান, ? তবে শুন,—

গীত।

রাগিণী গলা ভাঙ্গা।—তাল গলাধাক্কা।

(ওহে) চাহিনা বাঁচিতে আমি আর ভারতে।
বধিব নিশ্চিন্ত প্রাণ, এবার আপন করেতে॥
যদি বল সে কেমন ধারা, আনব কাণ্টাভাজা সরা,
নয়ক পোড়া অধিক কড়া, আমা দেখিতে।
খাব ভেজে পারব যত, সোঁদা সোঁদা গন্ধেতে॥
অথবা টক যেথা যত, চালতা, আমড়া, আদি কত,
কুলে তেঁতুলে অবিরত, ভরিয়ে মুনে লঙ্কাতে।
দোব গলে, আর কেবল গিলে, ভেসে চথের জলেতে॥

জ্ঞানবতীই বা ছাড়বেন কেন, তিনিও ভেবেনি ধাঁ করে তার জবাবটি দোবার জন্য, প্রথমত দিব্যি করে গলাটি একবার বেলে পাথরে চাকু সানাবার মত শানিয়ে নিলেন, এবং তার পর ধীরে ধীরে পরদায় পরদায় উঠিয়ে, ক্রমে সপ্তম পর্য্যন্ত আওয়াজ তুল্লেন।

জ্ঞানবতী বল্লেন,

আমার আপন ধন দিয়েছি আপনি।
তোর তাতে কি ক্ষেতি বা বল্ দেখি শুনি॥
তোর ত গলার কণ্ঠি অথবা আর কিছু।
বেচিনিক, তবে তোর, কেন কথা উচু॥

হদ্দ ছোট লোকের মেয়ে, তুই রে পাজিনি।
তাই তোর এত বাড়, কথা এত খানি ॥
যে দেখি বুকের পাটা, অতি ভয়ঙ্কর।
গুরু অভিসম্পাতের না করিস ডর ॥
ধিক ধিক তোরে রে ইচড়ে পাকা ছুঁড়ি।
কেন সাধ করে কাল ডাক আপনারি ?
একমাত্র ছেলে আমার জগৎ-চন্দর।
তারি ত সমস্ত এই টাকা কড়ি ঘর ॥
সে যদি চাহিল, কেন, নাহি দিব আমি।
কি ক্ষমতা তোমার যে মানাকর তুমি ?
রাজকন্যে বিয়ে সে, করুক না করুক।
যারে ইচ্ছা টাকা সেই দিক্ কিম্বা থুক্ ॥
কি ক্ষতি তাতে আমার, কি ক্ষতি বা তোর।
আপনার ধনে কার না আছে রে জোর ॥
এমনিই অলক্ষণে ছুঁড়ী তুই ঘরে।
আগুন ধরাতে চাস, এ মম সংসারে ॥
থাকিতে সম্মুখে আমি কথা এতদূর।
আজি আমি দর্প তোর করিব না চুর ॥
যা তুই এখনি এই বাড়ী হতে তার।
এই দণ্ডে আমি তোকে করে দিব বার ॥

এমন সাপিনী ঘরে আছে কি পুষিতে।
কি জানি কখন তারে কাটিবি দাঁতেতে॥
যা আবাগি লক্ষ্মীছাড়ি যেথা তোর মন।
কেন আমি তোরে খেতে দিব অকারণ॥
নালিশ করিতে হয় করিস পশ্চাৎ।
এখন দিবই আমি গলে তোর হাত॥
হাত দিয়ে গলে এই দণ্ডে তাড়াইব।
তবে আমি উদরেতে, অন্ন জল দিব॥
এক ফোঁটা ছুঁড়ি, তার, কথা এত খানি।
একি সওয়া যায় কভু হইয়ে গৃহিণী॥

সত্যমতি বল্লেন, "না সওয়া যায়, নাই সওয়া যায়, না হয় তাড়িয়েই দাও। তাতেই বা কি? তুই মাগি মনে করিস,কোনও চুলো আমার নেই? তোর পাপ সংসারে, এই দণ্ডেই আগুন লাগুক আমি দেখে হাসতে হাসতে দিব্যি মনের সুখে আপন বাপের ভিটের গিয়ে উঠব। মা পেটেও স্থান দিয়েছে, হাঁড়িতেও যে অনায়াসে দিতে পার্ব্বেন, এ বেশ জানিস। তুই যেমন ডাইনি, আগুঘর জালানী, তেম্নি তুই শতেক দোয়ারি হয়ে, শেষ বয়েসে কেঁদে কেঁদে কাটাস; আমি দিব্যি

তোদের মুখে কলা দিয়ে, এখান থেকে চলে গিয়ে সুখে সচ্ছন্দেই থাকব।

গীত।

(ওলো) ভারি ত ডবডবানি, ও বুড়ো ভাইনি।
আগুণ লাগুক তোর এ ঘরে, আমি তায় ভয় করিনি ॥
থাক্তে বয়েস ভাবনা কিবা, কর্‌ব সেটি ইচ্ছে যেবা,
বুড়োর আগুণ তার মুখেতে, হব সুখিনী।
একান্ত বাপ না নেয় ঘরে, পানের খিলি পথের ধারে,
বেচ্‌বে বসে হেসে হেসে, ভুবনমোহিনী ॥
যদি বলিস্ তাতে কি লাভ, কত নাগর কর্‌বে যে ভাব,
মনের মত, রসিক কত, গাঁথবো দিনরজনী ॥

এবং এই অবধি গেয়েই, একটি দৌড়ে সত্যমতী রাগে গর গর করতে করতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। জ্ঞানবতী ভাবতে লাগলেন, ভাই ত! কাজটি করলুম কি! সত্যই যদি ও কুলের বাহির হয়ে যায়!”

পাঠক! আর এখানে নয়, সত্যমতী কুলের বাহির প্রকৃত পক্ষে হয় কি না, তা পরে জানবেন এখন আর একবার আসুন জগচ্চন্দ্রের অন্বেষণে যাই; দেখি, তিনি এখন কোথায় এবং কি ভাবে।

দ্বিতীয় আসর।

পৃথিবীতে সকল জিনিষের ক্রম উন্নতি ও ক্রম অবনতি আছে, সুতরাং এ সব কাজেও যে না থাকবে তারই বা নিশ্চিত কি? কাঁঠালটি যখন নিতান্ত ইচড় অবস্থায় গাছে ঝুলতে থাকে, তখন তার দিকে অবশ্য বড়অধিক লোকে নজর মারেনা, কেন না তখন তাকে এক ডাল্‌না ছাড়া আর কিছুতেই খাওয়া যায় না। কিন্তু একবার পাক ধরলে, আর কার সাধ্য তাকে রাখে; যেন তেন প্রকারে তার অস্তিত্বের লোপ হবেই হবে। যদি বল সে কেমন ধারা? কেমন ধারা জান?—

যেম্নি পাকা, অম্নি তারে, করে আত্মসাৎ।
ভুমে ফেলে রসবতী, করলেন এক আঘাত॥
রস লোলুপ স্বামী এসে, বস্‌লেন কাছটি ঘেঁসে।
বাঞ্ছা বাঞ্ছি ছানা পোনায়, ঘরটি গেল ঠেশে॥

এ এক কোশ, ও এক কোশ, এমনি পরে পর।
দেখতে দেখতেই ভুঁতুড়ি সার, হলেন কাঁঠালে স্বর
গণ্ডা গণ্ডা বিচি আর গণ্ডা গণ্ডা পাতি।
তার ওপরে মাছির ঝাঁক, পিঁপড়ের গতাগতি॥
একটি ফোটা রস যতক্ষণ, থাক্‌বে ভূতলেতে।
ততক্ষণ পিপড়ে মাছি ফিরবে ক্রমিক তাতে॥
যখন দেখবে, আর রস নেইক এক বিন্দু।
তখন ঘরে ফিরবেন সেই, যত গুণসিন্ধু॥
তার পরেতে এদিকেতে, রসবতীর দল।
বিচিগুলি নিয়ে রেঁধে খাবেন অবিরল॥
গরু বাছুর যেথা যত, ভুতুড়ি খাবে তারা।
নিশ্চিন্ত কাঁঠালবস্তু কাঁঠাল হয়ে হারা॥
ত্রিভুবন খুজলে আর, তত্ব কি তার পাবে?
অস্তিত্ব হীন কাঁঠাল, এত দিনে ভবে॥

যাক, এ হল কাঁঠালের বেলা, কিন্তু মানুষের বেলা কি? মানুষের বেলাও ঠিক এম্নি। যত এই ছোট বড় নাগর রসরাজ ইত্যাদি এই ভুভারেতে দেখেচি, পরিণামে সকলেরই প্রায় এইরূপ তবে বিশেষের মধ্যে কাঁঠালের জাত ইচড়েও পাকে, আর পুরুষ্ট অবস্থাতেও পাকে, কিন্তু বড় লোকের

ঘরের এই সকল বখা ছেলে গুলি, কেবল ইচড়েই পাকে, পুরুষটু হতে তারা আদপেই পায় না; আর সুতরাং অল্পাদিনের মধ্যে পুঁজিপাটা সমস্ত হারিয়ে পেটের জ্বালায় অবশেষে পাট্‌কেলে কামড় দিতে দিতে, অকালেই ধর্ম্মরাজের দোরের ধারটিতে গিয়ে দাঁড়ান, ও শরণাপন্ন হন।

জগচ্চন্দ্রের অত্যবিস্তর পুঁজি পাটা গরাণহাটা সুন্দরীর হাতে পড়ে, শীগ্‌গিরই যে ফাঁক হল, তা আর বোধ হয়, বড় অধিক করে কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না; আর সুতরাং দস্তুরমত গর্দ্দানায় হাত পেয়ে, অতি অল্পকালের মধ্যেই যে আবার তথা হতে লম্বা হয়েও পড়লেন, এ নিশ্চিত।

তাঁর মা জ্ঞানবতী জিজ্ঞেস করলেন (অবশ্য গান গেয়েই জিজ্ঞেস করলেন, কেন না আজকাল নাচ গানের কথা বার্ত্তা কওয়াই এ সহরের ছেলে বুড় আদি করে সকলে ভাল বাসেন, জিজ্ঞেস করলেন;—

গীত।

হাঁরে ধন, হাঁ জগৎ, রাজকন্যে কই?
আন্‌লি না রাজকন্যে, রূপ-গুণময়ী?

রাজকন্যে পাবার আশে, ছাড়ালুম যে ঘোঁকে দেশে,
এখন তবে কারে নিয়ে, আমি ঘরিণী হই ?
সে কি আর আস্‌বে এ ঘরে, সে যে গেছে জন্মের তরে,
ক্ষীরের লোভে দই হারালুম, ছিঃছি এখন কিসে খই ?

জগচ্চন্দ্র আর বল্‌বেনই বা কি, সুতরাং তিনি নিরুত্তর হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন "এখন, কিবা করা যায়! কোনও রূপে পা.য় হাতে ধোরে সত্য মতিকে ফের ঘরে আনি, না অবশিষ্ট ভিটেটুকু পর্য্যন্ত বেচে কিনে নিয়ে, গরাণহাটা সুন্দরীর পাদ পদ্মের তলে ধরে দিয়ে,তার মন আকর্ষণের সুযোগ দেখি ?"

পাঠক। বল্‌তে পারেন, জগচ্চন্দ্র এখন কি কর্‌বেন ?

তৃতীয় আসর

বলা বাহুল্য রাজা জগচ্চন্দ্র একবার বাড়ীটি বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে, সে চেষ্টাও দেখ্‌লেন, কিন্তু হলে কি হয়, এখন গরাণহাটা সুন্দরীর মন কি আর তিনি পান? এখন গরাণহাটা সুন্দরী, সে গরাণহাটা সুন্দরী আর নেই, এখন তিনি আপন চির প্রসিদ্ধ লুক্কায়িত মুর্ত্তিটি আবার একটু একটু প্রকাশ কর্‌তে আরম্ভ করেছেন। যদি সে মুর্ত্তি আপনারা দেখ্‌তে চান, তা হলে একবার বেয়ে চেয়ে, যথা সাধ্য তুলি টুলি এনে, এঁকে দেখাতেও পারি। কেমন দেখ্‌তে চাইচেন কি? যদি চান, তবে দেখুন,—আমি এই আঁক্‌তে সুরু কর্‌লুম। ঐ দেখুন,—

ঘুর্ণিত লোচন দুটা, যেন এক এক ভাঁটা,
লালে লাল যতদূর যেলে।

উৰ্দ্ধনাসা উৰ্দ্ধকৰ্ণ, সিঁদুর নিন্দিত বর্ণ,
রাগে পদ সদা ঘন টলে ॥
হাঁস্ ফাঁস্ শব্দ সদা, দৃষ্টি নাহি চলে সিধা,
ভ্রূকুটি দেখিলে উড়ে প্রাণ।
সুতীক্ষ্ণ করাত হেন, দন্ত পুংক্তি বিভীষণ,
নিশ্বাস প্রলয় কারী বাণ ॥

দেখলেন পাঠক! কি সুন্দর মুর্ত্তি? যাক্, এখন আসুন দেখি, তিনি রাজার সঙ্গে এখন অর্থাৎ আজকাল কিরূপ আলাপ কচ্চেন, তাই একবার দেখি।

ঐ শুনুন, দুইজনে কি কথা বার্ত্তা হয়।

রাজা। (বদনের ভুক্কঃ সুরে।)

শুন শুন শুন, ও প্রাণ মোহিনী!
নাহি কিছু অর্থে আর।
যা ছিল সকলি, ছি ছি ঐ পদে,
এখন দেহই সার ॥
এবে নিজ গুণে, যদি না চাহিবে,
তবে আর কি করিব।
কি দিয়ে এখন, রাখি আর মান,
কিসে আর মান পাব ॥

অর্থে বা সামর্থ, সকলি দু দিন,
কি না জান তুমি ধনি।
নিজ গুণে রাখ, তবেই রহিব,
বাঁচি প্রাণে বিনোদিনী॥
অতি দয়াশীলা, তুমি যে সুন্দরী,
কেবা নাহি তাহা জানে?
তুমি যদি মার, কে আর রাখিবে,
কে আমায় এ ভুবনে॥
তোমার কারণে, তাড়ায়েছি স্ত্রীরে,
সেও ত নাহিক আর।
এখন যদ্যপি, তুমি না তারিবে,
কে আর করিবে পার?

এবং এই বলিয়া তিনি ভেউ ভেউ করে, কাঁদতে আরম্ভ করলেন। সে কান্না এমন কান্না, বল্‌তে কি পাঠক! দেখ্‌তে দেখ্‌তে গরাণহাটা সুন্দরীর ঘরের মে ঝ দোর জানালা ইত্যাদি সব যেন একেকালে ভেসে যেতে লাগ্‌ল। ভাগ্যে এই সময় চুলে চাঁদ এসে তাঁর পটলচেরা ডব্‌ডবে সেই চোখ দুটোর উপর সজোরে একখানা রুমাল চেপে ধর্‌লেন, তাই রক্ষে; নইলেই মুস্কিল হয়ে

ছিল আর কি! শেষকালে হয় ত গরাণহাটা সুন্দরীকে কষ্ট করে, ও অনেক খরচা করে, লোক জন এনে, সেই জল পরিষ্কার কর্‌তে হত; কেননা, তা না হলে, তিনি সে সমুদ্রের মতন ঘরের মধ্যে থাক্‌তেন কেমন করে?

গরাণহাটা সুন্দরীও এই সময় একটি গান যে না ধরে ছিলেন এমন না, অধিকন্তু জগচ্চন্দ্রের এই পূর্ব্বোক্ত কথায় রীতিমত একখানি উত্তরও দিলেন।

তিনি উত্তর দিলেন, সেইরূপ বদনের ভুক্করই সুরে, উত্তর দিলেন,—

যা বলেছ ওহে, যা বলেছ তুমি,
কিছুই অন্যথা নয়।
কিন্তু কি করিব, প্রতিজ্ঞা আমার,
তাড়াব তারে নিশ্চয়॥
অর্থ হীন হয়ে, যে আসিবে হেথা,
হোকনা সে অতি ভাল।
অর্থ যুক্ত যেই, করিব খাতির,
থেকনা সে অতি কাল॥
প্রতিজ্ঞারি হেতু, তাড়াই তোমারে,
নহে কি তাড়াই হায়।

এত কি নিঠুরা, সত্যই আমি হে ?
শুন যা বলি তোমায় ॥
আর হেথা তুমি, না আসিহ ভাই,
এলেই বিপদ হবে।
যত দাসীজন, দাস হেথা আর,
সকলেই গালি দিবে ॥
প্রহার অবধি, না হবে যে, হেন,
করিও না মনে তুমি।
অতি ভাল নাকি, পূর্ব্বে হতে তাই,
কহি হেন তোমা আমি ॥
দু দিনের তরে, আসা এ জগতে,
মিথ্যে কথা কেন কব ?
মিথ্যে যদি কই, খাই তোমারেই,
বেশী আর কি কহিব ॥
যাও মানে মানে, যাও নিজ স্থানে,
এই বেলা পথ দেখ।
আর অপমান, হতে থাকে সাধ,
তবে কিছুক্ষণ থাক ॥

জগচ্চন্দ্র। বল কি গো ?

গা ...হাটা। এক চল মিথ্যে নয়।

জগচ্চন্দ্র। আঁ রে, এ কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌চি?

গরাণহাটা। তা যা বিবেচনা আপনার।

জগচ্চন্দ্র।

গীত।

হায় হায়! এমন হবে কে জানে?
মানে মানে প্রাণে প্রাণে, এখন যেতে পালে বাঁচি ভবনে॥
শুন গো সুন্দরি! করেছ তা ভাল,
ভাল পেয়ান আজি পাওয়া গেল,
তুমি মম হিতৈষিণী, তা আর কি বল্‌তে ধনী।
বেঁচে থাক, সুখে থাক, মান বাড়ুক দিনে দিনে॥

গরাণহাটা সুন্দরী।

গীত।

এ কাজের এই ফল চিরকাল।
এ বে-র মন্তর এই, কি সাঁজ কি সকাল।
জাত হারিয়ে, কুল হারিয়ে, আগে যে বাহির হইয়ে,
যারে তারে দেয় আলিঙ্গন, বেশ্যা নাম ধরিয়ে,
তার কথার কি আছে ঠিক, মূলে যার সকল অঠিক।
ধিক ধিক শত ধিক, তায়, যে বুঝেও না বুঝে এ হাল॥

যাও এখন মানে মানে পথ দেখ, তা হলে এক দিকে তোমারও যেমন সুমঙ্গল, অন্যদিকে আমারও তেম্নি।

জগচ্চন্দ্র বলেলেন, "ভাল আর তোমাকে অধিক বুঝাতে হবে না, আমি বিলক্ষণ জ্ঞানলাভই করেছি।" এবং এই বলে, ম্লান মুখে, সুড়্ সুড়্ করে, আবার বাপের সুপুত্তুরটি হয়ে আপনার আস্তানায় এসে দেখা দিলেন।

জ্ঞানবতী জিজ্ঞসা কর্লেন, "ওরে বাবা! বৌ কই?—রাজকন্যা কই?

জগচ্চন্দ্র তাঁর আপন মাথা খেয়ে বল্বেন আর কি,-বল্লেন, "মা, যা হবার তাত আমার এই ম্লান মুখ দেখেই সব বুঝতে পাচ্চ', আর তবে অকারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমাকে অধিক মনোকষ্ট দাও কেন?

জ্ঞানবতী।

গীত।

ওরে! বলিস্ কি রে অন্ন পেয়ে?
আমার মাথা খেয়ে;——
কি কর্লি ছাই পিণ্ডি, বল, সর্ব্বস্ব খুইয়ে?
আছি যে আমি পথ চেয়ে সদাই,
আস্‌বে নতুন বৌ রাজকন্যে কর্‌বো কত বাই,
তুই ছাই দিলি আশে, একবারে পড়্লুম বসে,
তুইও গেলি বয়ে, আমিও গেলুম বয়ে।

অ্যাঁ বলিস্ কি? আমাকে একবারে বসিয়ে দিলি।

জগচ্চন্দ্র। আর মা, ও কথা আমার কাছে, তুলনা তা হলে আর আমি বাঁচ্‌বো না। এখন যাতে সত্যমতীকে ফের ঘরে আন্‌তে পারি, তার যোগাড়টা একবার দেখ।

গীত।

ও মা! এখন দেখ যাতে সত্য আবার আসে ঘরে ফিরে
না বুঝে অকাজে, আমি খোয়ায়েছি, অকারণ তারে।
সে যদি থাক্‌ত আজ কিসের ভাবনা?
ওমা আনব তারে শীঘ্র আবার,
সে বিনে প্রাণ বাঁচে না।
সে যে ঘরের লক্ষ্মী, কেন রয় না ঘরে?

বলা বাহুল্য, অতঃপর জ্ঞানবতী শিগ্‌গিরই এক লোককে সত্যমতীকে আন্‌বার জন্য তার কাছে পাঠালেন, কিন্তু সে সহজে আর আসে কি? সে চিঠি লিখ্‌লে।,

গীত।

বঁধুয়া। করোনা আর অকারণ আশ।
পাবে না আর সত্যমতি, করোনা আর সে প্রত্যাশ।
তোমাদের রীত যাহা, বুঝেছি বুঝেছি তাহা,
তোমাদের কেন নাহি হবে বল সর্ব্বনাশ?

তার চিঠি লিখ্‌বার ধরণ দেখে, জ্ঞানবতী ত একেকালে অজ্ঞান! ফোঁপাতে ফোঁপাতে ছুটে গিয়ে ছেলেকে সেই চিঠিখানা একবার দেখালেন, এবং ছেলেও সেই দেখে, একরম যেন হতভম্ব! বল্লেন, "মা! তবে এখন কি করা যায়?"

মা বল্লেন, "কি করে বল্‌বো বাবা!"

জগচ্চন্দ্র। আমি আপনি একবার তার কাছে যাবো?

জ্ঞানবতী। তা হলেই কি সে আস্‌বে?

জগচ্চন্দ্র। দেখাই যাক্‌না। একবার আমি স্বয়ং গিয়ে তার পায়ে পর্য্যন্ত ধর্‌লে, হয়ত তার দয়া একটু হলেও হতে পারে। আর যদিই একান্ত তা না হয়, না হয় তোমাতে আমাতে দুজনে বেরিয়ে, পাড়ায় পাড়ায় খুঁজে পেতে একবার দেখ্‌বো, কোথাও কোনও অবলা অনাথা পেটের দায়ে জাত দিতে প্রস্তুত আছে কিনা।

জ্ঞানবতী। তাতে কি হবে?

জগচ্চন্দ্র। তা হলে তাকে ধরে, যে কোনও উপায়ে হোক রাজী কোরে, আমার এই শূন্য ঘরে এনে বসাবো। লোকে ত আর ভিতরের কথা

ত লিয়ে ততটা বুঝ্‌বে না যে, এ মেয়ে কার, বা কি সুবাদে এর কাছে এসে হাজির হয়েছে। যে জিজ্ঞাসা কর্‌বে যে, "এ মেয়েটি কে?" তুমি বলো, "এটি একটি রাজকন্যে, গ্রহ-বৈগুণ্যে এই রকম দশায় পড়েছে। জগচ্চন্দ্রের দয়ার শরীর কিনা, তাই জগচ্চন্দ্র ওঁকে এনে আপন ভিটেয় দয়া করে স্থান দিয়েচে। ওঁর অভিমত, উনি জগচ্চন্দ্রকে বিয়ে করেন।

জ্ঞানবতী। আর কপাল দোষে, তাও যদি কোথাও না পাওয়া যায়?

জগচ্চন্দ্র বল্‌লেন, "তা হলে আর কর্‌বো কি, মা! তা হলে একদিক দিয়ে তুমি, আর এক-দিক দিয়ে আমি, দুইদিক দিয়ে দুজনে বেরিয়ে, যে কোনও উপায়ে হোক, এক এক গাছা দড়ি, আর এক একটা কলসী সংগ্রহ কোরে ভাগিরথীর বক্ষে গিয়ে উঠ্‌বো।" এবং এই বোলে, বল্‌তে কি পাঠক! ভেউ ভেউ কোরে এমন কান্না কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন যে, চখের জলে তাঁর মুখ বুক সমস্ত শরীর ভেসে, শেষে চারিদিককার ঘর দোর মাঠ ঘাট ভেসে গেল।

জ্ঞানবতী কি যে বল্‌বেন, বা কি যে কর্‌বেন কিছুই যেন আর বুঝ্‌তে পারেন না, শেষে বহু-কষ্টে মনের ভিতর ভেঁজে ভুঁজে এই মৎলব আঁট্‌লেন, “আর কোনও বাচ বিচারে কাজ নেই. নেড়া নেই নেড়ী নেই, ব্রাহ্ম নেই ব্রাহ্মিকা নেই, বিধবা নেই সধবা নেই, কারু বাড়ীর দাসী চাকরাণী নেই, দুচক্ষে যাকে সাম্নে, বাগে পাবো, এবার তাকেই ধোরে, তার সঙ্গে ওর ঘটনা ঘটাবো।”এবং এইরূপ মৎলব এঁটে, শীগ্‌গির তা ছেলেকেও জ্ঞাত করালেন, ও পরে ছেলেকে সঙ্গে কোরে, একদিকে ঝাঁ কোরে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

তাঁরা দুজনে হদ্দ রশিদশ বারো পথও গিয়েছেন, দেখ্‌লেন, সম্মুখেই এক কোম্পানীর বাগানের ধারে এক ঝাঁক সোমত্ত সোমত্ত মেয়ে দাঁড়িয়ে গান কচ্চে, ও নাচ্চে। দেখেই তাঁদের আনন্দ যেন আর ধরে না, ভাব্‌লেন, “এইত, তবে, পেয়েছি! আর আমাদের ভাবনা কি!” এবং এই ভেবেই ছুটে তাদের সাম্নে গিয়ে হাজীর। কি ফুর্ত্তি!—কি খোলতা।

চতুর্থ আসর।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মশায় অনেক দিন হল, ইহধাম হতে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর প্রবর্ত্তিত মতটিকে আজও পর্য্যন্ত কেউ একটি পা পরিমিত জমিও স্থানান্তরিত করতে পারেন নি, এবং কেউ যে কখনও পারবেন, এমনও আমাদের বোধ হয় না। বোসেদের বিনোদিনী, মিত্তির-দের মনোরমা, ঘোষেদের ঘনশ্যামা ইত্যাদি কটি সংসারের আধফোটা ফুল একত্র হয়ে, আজ বড়ই দেশ গুলজার করছেন। এদের প্রত্যেকেই এক সময়ে এক এক সুপাত্রের করে, এঁদের বাপ মা কর্ত্তৃক সম্প্রদত্ত অবশ্যই হয়েছিলেন, কিন্তু হলে কি হয়, কালে প্রত্যেকেই আবার তাতে বঞ্চিত

হয়ে গেছেন, আর তাই জন্যে মনের দুঃখে সংসার-ত্যাগিনী হয়ে দিনকত এ আশ্রম ও আশ্রম, এ তপোমন্দির ও তপোমন্দির করে, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন,--ইচ্ছে, যদি কোনও রকমে আবার এক একটি কাংলা গেঁথে তাদের সেই প্রেমের ঝাপ্‌টা ঝট্‌কায় প্রাণ মাতাতে পারেন। ঐ দেখুন, সকলে সমস্বরে, কেমন এক মধুর রাগ রাগিনীতে কেমন একখানি আদি রস গাইছেন।

গীত।

আমরা ফুটে ছিলুম এই সকালে, প্রেমবাগিচার মাঝারে।
বিধি বাদ্ সেধে কাঁদালে কিন্তু বড়ই যে রে অন্তরে।
যেমন না বুঝে প্রাণ দিছিনু পরে, তেম্‌নি ভাসি এখন
নয়নের নীরে,
তারা মজালে মজলোনা কিন্তু, পাশ কাটালে রাঁ করে॥
রসিক হও এই বেলা এস ছুটে, আমরা আপনা হতে
পড়্‌বো পায় লুটে,
আমাদের নেইক বিচার মজুর কি মুটে,—
যারা বাস্‌বে ভাল বাস্‌বো ভাল, কর্‌বো আদর আদরে।

জ্ঞানবতী জিজ্ঞেসা কর্‌লেম, তবে তোমরা বিধবা?

তাঁরা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "আজ্ঞে হাঁ! আমরা বিধবাই বটে! তবে কিনা, আপনাদের মতন অমন দুম্সো বিধবা নই,—আমরা বাচ্ছা বিধবা, যাকে বলে বালবিধবা।"

জ্ঞানবতীর পটলচেরা চক্ষু দুটি জলভারে যেন ছল ছলিয়ে এল এবং তিনি মনে২ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, 'হায় হায়! আমি বুড়ো রাঁড়ী বলে এরা আমার ঠাট্টা কল্লে, অর্থাৎ আমার আর বিয়ের বয়েস নেই এইটি প্রকারান্তরে ঠিসিয়ে বলে দিলে; কিন্তু আমি কি বাস্তবিক বিয়ে বিয়ে করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চি? তা তো নয়! তবে অকারণ আমাকে এ রকম বুড়ো বল্‌বার কারণ কি? আবার পরে বহু কষ্টে অন্তরের দুঃখ অন্তরে মেরে বল্‌লেন, "তা আমার বয়েস থাক, আর নাই থাক, সে কথা তো কইবার তোমাদের কিছু আবশ্যক নেই, কেননা আমি তোমাদের মত বিয়ের প্রার্থী হয়ে পথের ধারে দাঁড়ায়নি ত?"

তাঁরা বল্লেন, "তা তাই যদি না দাঁড়িয়েছ, তবে আমাদের কাছে ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে এমন আসচ কেন?"

জ্ঞানবতী বল্‌লেন, তার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু কারণ আছে।”

তারা। শুন্‌তে পাইনা নাকি ?

জ্ঞানবতী। কেন পাবে না! শোন আমার পুত্র এই জগচ্চন্দ্র রায় ইনি এক সময় এই সহরের ভিতর একজন খুব পয়সাওয়ালা রাজা বিশেষ লোক ছিলেন, এবং তোমরা বোধ হয় এর নামও ইতিপূর্ব্বে শুনে থাক্‌বে, কিন্তু সম্প্রতি কোনও এক বেশ্যার কুহকে পড়ে ক্রমে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। এঁর স্ত্রী এঁর ওপর বিমুখ হয়ে, কোথায় যে গিয়েছেন, তত্ত্ব পাওয়া যাচ্চে না। এখন আমি এঁকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় পথে পথে ফির্‌চি যে, যদি কোনও দয়াশীল দয়া করে আপনা হতে এঁকে বে করেন।”

তাঁরা বল্লেন, “বটে ?”

জ্ঞানবতী। হাঁ।

তাঁরা। তা উনি আমাদের একজনকে কেন নিন না ?

জ্ঞানবতী। আপনারা যদি দয়া করে ওঁকে চরণে স্থান দেন তবে ত ?

তাঁরা। কেন দোবোনা. আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা এখনি ওঁকে যে হোক একজন বিয়ে কচ্চি।

জ্ঞানবতী। আঃ! তা হলে তো বেঁচে যাই।

গীত।

আহা! কেনা হয়ে রই যে তাহলে।
জানি এক এক দেবকন্যা তোমরা সকলে।
না যদি তোমরা এমন দয়াশীলা,
রূপে কি এমন হও দিক্ উজলা,
সাক্ষাৎ ডানাকাটা পরী সমুদিত ভূতলে।
মরি কি কণ্ঠ মনোহর, কোকিল জিনে ওঠে স্বর,
বীণার সাধা সপ্তস্বর, তাতেও কি এত মন ভোলে?

তাঁরা বল্লেন, "ভাল, 'তবে শুভস্য শীঘ্রং' আর অনর্থক দেরী কেন, চলুন তবে আমাদের আচার্য্য মশায়ের কাছে; তাঁকে সাক্ষী করে, এবং তাঁর মতাবলম্বী হতে ইনে আমাদের বে কর্‌বেন।"

জ্ঞানবতী বল্লেন, "সে আবার কোথা, কত দূরে?"

তাঁরা। এই নিকটেই, বড় অধিক দূরে যেতে হবে না।

পঞ্চম আসর।

—:০:—

জ্ঞানবতী তাঁদের সঙ্গে তাঁদের সেই আচার্য্যের নিকট যখন উপস্থিত, তখন বেলা প্রায় আর নেই, প্রায় সন্ধ্যে হয় হয় হয়ে এসেছে। তাঁকে তার পুত্রের সহিত এই রকমে সঙ্গে করে তাঁদের তথায় যেতে দেখেই আচার্য্য মশাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ আবার কারা সঙ্গে ?

তাঁরা বল্লেন, "বিবাহের পাত্র,ও তঁার মাতা।"

আচার্য্য মশাই বল্লেন, "ভাল ভাল, সুসংবাদ বটে! তবে ওঁদের একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি সন্ধ্যে বন্দনাদি আগে সেরে নিই, তার পর যা করবার সব করচি।" এবং এই বলে ঝাঁকরে একখানা কার্পেটমোড়া চৌপায়ার উপর উঠে চোক মুদে বসলেন, এবং শীঘ্রই ধ্যানে নিমগ্ন

হলেন। তিনি কতক্ষণ যে এই ভাবে ছিলেন তা সঠিক বলে উঠাই দায়, কেননা জ্ঞানবতী ও জগচ্চন্দ্র তাঁর সেই ধ্যানের ভাব ভঙ্গি ও তাঁর সেই ধ্যান, মন্দিরের সাজ সজ্জা দেখেই একবারে যেন ভাবে অবিভূত হয়ে পড়্লেন।

তাঁরা দেখ্লেন,—

গল্প শুনা বৈজয়ন্ত নামে ধাম হয়।
যথায় দেবেন্দ্র ইন্দ্র শচী সহ রয়॥
কিন্তু চক্ষে কে বল তা করেছে গোচর।
মাত্র শ্রুত কথা চলিতেছে পরে পর॥
যদি সত্য হয় তাহা বুঝি তা এমনি।
ইহা ছাড়া বৈজয়ন্ত আর কোথা মানি॥
অপ্সরাগণের সহ শুনি ইন্দ্র রন।
হেথায় তেমনি কোন নহে দরশন॥
এই যে সুন্দরীগণ শোভে চারিভিতে।
কি প্রভেদ এঁদিগেতে আর অপ্সরাতে?
যেমনি কণ্ঠের স্বর অতীব মধুর।
তেমনি উজল রূপে জ্ঞান করে চুর॥
এক দণ্ডে হত্যা করে জ্ঞান শূন্য করে।
তুলনা এঁদের বল কোথা এ সংসারে॥

ঠমকে ঠমকে ওই কি মোহন নৃত্য।
ঠিক যেন এক এক করী মদোন্মত্ত॥
মধ্যেতে মোহন মূর্ত্তি আচার্য্য মশাই।
প্রত্যক্ষ সম্মুখে যেন জগৎ গোঁসাই॥
ধীরে ধীরে একটি একটি কথা কন।
এতই মধুর যে সুধার ক্ষরণ॥
লম্বিত ধোঁচড়াবধি দাড়ী কিবা চারু।
চলিত পবনে ইতস্তত ফুরু ফুরু॥
বিশ্বে কোথা হেন আর মুখ রুচি দাড়ী।
দৃষ্টিমাত্রে অবলার মন লয় কাড়ি॥
যতই শ্রীমুখে হয় বাক্যের বর্ষণ।
ততই নাচয় দাড়ী মরি কি মোহন॥
দাড়ী রেখে পুনঃ দেখো ভুরুর বাহার।
সাক্ষাৎ সাঁওতালী ধনু সন্ধানে বিস্তার॥
একটি মজ্জা যদি হবে কোন ও খানে।
শত রমণীর বধ অমনি সেখানে॥
বাবুগিরি একটুকু না আছে শরীরে।
বহির্ব্বাসে মাত্র আচ্ছাদিত কলেবরে॥
তাহাও আবার নহে শুভ্র বা রঙ্গিন।
গৈরিক রঙ্গেতে মাত্র রঙ্গিন জমিন॥

কাছা নাই কোঁচ নাই নাই অশ্লীলতা।
পিরাণ আছয় বটে নাই কিন্তু হাতা॥
অশ্লীলতা হাতাতেই যত তো অধিক।
কোন্ জ্ঞানবান ইহা নাহি জানে ঠিক॥
ইস্ত্রি করা কপ তাতে সিলিপ বোতাম।
তাতেই ত যতেক নষ্টামি বদনাম॥
তাহার উপর দেখ তাহাও গৈরিক।
গৈরিক পাগড়ী শিরে করে ঝিকঝিক॥
পায়েতে বিনামা বটে আঁটা সদা রয়।
মৃগের চর্ম্মেতে তাহা নির্ম্মিত যে হয়॥
যদ্যপি সম্পূর্ণ চর্ম্ম মৃগের না ঘটে।
বলা আছে চর্ম্মকারে শাখা মৃগ কাটে॥
মৃগ হইলেই হৈল শুদ্ধ তাহা হবে।
শুদ্ধতা বিহনে সিদ্ধ কোনজন ভবে॥
আহার মাংসের যুস মাংস নাহি খান।
তাহাতে যে মহাপাপ নাহি পরিত্রাণ॥
বিশেষত বৃথা মাংস না আছে খাইতে।
রাম পাখী বই কভু না দেন রাঁধিতে॥
কদাচারী এ কালের যতেক ব্রাহ্মণ।
চণ্ডালেরে দিয়া তাই করান রন্ধন॥

কেননা চণ্ডাল হয় অতি শুদ্ধ জাতি।
শ্রীরামের মিতা কেবা না জানে ভারতী ॥
পুর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেন যারে কোল।
সে যে উচ্চ জাতি তাহে আছে কিবা গোল ॥
আস্তানা দেখহ যেন দেবের মন্দির।
সশৃঙ্গ গিরীজা যেন সমুন্নত শির ॥
ধব ধবে চুনকামে পঙ্খের কার্য্যেতে।
তাহার উপর পুষ্পমালা চারিভিতে ॥
রঙ্গিন নিশানপট্ উড়ে পত পত।
সংখ্যায় কত যে তাহা কহিব বা কত ॥
কি প্রাতে কি সায়াহ্নেতে কিবা নিশাকালে।
উপাসনা বই নাহি রন কোনও কালে ॥
ঐ দেখ উপাসনা হৈল যাই শেষ।
অমনি সে সংকীর্ত্তনে হইল আদেশ ॥
মহা সংকীর্ত্তন এক মহা "মা মা" ধ্বনি।
হরি বলে কেহ, কেহ ডাকয় জননী ॥
বাজিল মধুর বোলে মধুর মৃদঙ্গ।
খঞ্জনী মনোরঞ্জিনী করে কত রঙ্গ ॥
হার মোণিয়ম সঙ্গে চলে মৃদু মৃদু।
ভ্রুব্রাজ কর্ণেট বাজে, নহে তাই শুধু ॥

তাঁরা কতক্ষণ যে এম্নি ভাবে নানা সুদৃশ্য অঙ্গ মিটিয়ে দেখ্‌লেন, তা আর এক্ষণে আমরা কেমন করেই বা বল্‌বো, কেননা তখন আমরাও তাঁদের সেই ঢং ঢাং সাজসজ্জা দেখে এককালে যেন কেমন একরূপ হয়ে গিছ্‌লুম; তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, তা বড় অল্পাক্ষণ নয়, যেমন্ তেমন করে ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দুই কেটে গিয়েই ছিল।

আচার্য্যমশাই ধ্যান হতে উঠেই, একবার তাঁর আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু দুটি মেল্‌লেন, আর অম্নি চারিদিক আবার যে নিস্তব্দ সেই নিস্তব্দ। তিনি জ্ঞানবতীর দিকে ফিরে বল্‌লেন, "কেমন আপনার এই পুত্রে এঁদের ভরণ পোষণ কর্‌তে পার্‌বেন ত?"

জ্ঞানবতী বল্‌লেন,—অবশ্য হাত যোড়করেই বল্‌লেন,—"আজ্ঞে, আপনার ঐ শ্রীচরণের আশী র্ব্বাদে কায়ক্লেশে এক রকম পার্‌বেন বোধ হয়।"

আচার্য্য। 'বোধ হয়' কি রকম? ও রকম বোধহয় টোধহয় বল্লে তো চল্‌বেনা—যা বল্‌বার তা এই বেলা খুলে খালে বল্‌তে হবে।

ষষ্ঠ আসর।

—ঃ০ঃ—

তাঁদের এত যে আশা, এত যে ফুর্ত্তি, সব আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কোথায় যেন গিয়ে লুকিয়ে পড়্‌ল ; তাঁরা আবার যে কাঁদ-কাঁদ-মুখ, সেই কাঁদ-কাঁদ-মুখই।

জগচ্চন্দ্র বল্লেন, "মা, তবে কি হবে ?"

জ্ঞানবতী বল্লেন, "কি বল্‌বো, বাবা! না হয়, এইবার আমি কোনও এক গেরস্তর বাড়ীতে কোনও দাসীগিরি টাসীগিরিতে লাগি। তাহলে আমার পেটের ভাব্‌না তো আর থাক্‌বেই না। অধিকন্তু তোকেও কিছু কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌বো।

জগচ্চন্দ্র। তাতে মাসে কটা টাকাই বা আস্‌বে ?

জ্ঞানবতী। আমার খোরাক পোষাক বাদ, অতিরিক্ত দুটো তিনটে টাকাও তো পাওয়া যাবে!

জগচ্চন্দ্র। তাতে, যাকে সে কর্‌বো তার পেট কি ভর্‌বে?

জ্ঞানবতী। সঙ্গে সঙ্গে তুইও অমনি একটা চাকরী না হয় দেখ্।

জগচ্চন্দ্র। কি চাক্‌রী কর্‌বো? আমি কি কর্ম্মে জানি?

জ্ঞানবতী। কেন বাবু বাড়ী বাজার সরকারি?

জগচ্চন্দ্র এইবার না কেঁদে আর থাক্‌তে পার্‌লেন না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লেন, মা, তোমাদের বরং বাসন মাজা কাপড় কাচা অভ্যেস আছে, কেননা তোমরা গেরস্তর ঘরের মেয়ে মানুষ, আর সুতরাং তোমরা সে রকমের কাজ—দাসীবৃত্তি বাঁদীবৃত্তি কত্তে পার; কিন্তু আমি যে আজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে—তোয়াজে তোয়াজেই মানুষ হয়েছি,—কাল কাটিয়েছি, আমি কি করে তত্‌টা নীচ কাজে যাবো, মা?"

জ্ঞানবতী বল্‌লেন, "তা না কর্‌লে, চল্‌বে কেন, ধন!"

জগচ্চন্দ্র। না, তা আমি কখনই পার্‌বো না।

জ্ঞানবতী বল্লেন, "ভাল; না পার কি কর্‌বো, আমি কিন্তু কাল থেকেই কারু না কারু বাড়ীতে কাজে লাগ্‌বো।

জগচ্চন্দ্র। তা, তুমি বরং আপাতত তাই যাও, পরে পশ্চাতে আমি যদি পারি, কোনও একটা চেষ্টা করে দেখ্‌বো এখন।

তাঁরা এই রকমে দুজনে কথাবার্ত্তা কচ্চেন এবং নানা মৎলব ভাঁজ্‌চেন, এমন সময় দেখ্‌লেন, দূরে কে যেন একটি অল্পবয়সী সুন্দরী গান গাইতে গাইতে সেইদিকে আস্‌চে। দেখেই ক্ষণ-কালের জন্য আবার তাঁরা দিব্যি অন্যমনস্ক হয়ে পড়্‌লেন, আগন্তুকা গান গাইতে গাইতে ক্রমে সাম্নে এসে হাজীর।

আগন্তুকা গাইচে;—

গীত।

কে কোথা ব্যথারব্যথী আয়না হেথা।
আমি মনের মানুষ খুঁজে খুঁজে,
বেড়াতেছি যথাতথা।

নেই কি যে দেশেতে মানুষ,
রয়না কি কাহার বে হুঁশ,
এমন আধকোটা, রসে আকুল,
দেখেও ছুটো কয়না কথা।
আয় ছুটে আয় রসিক ভ্রমর,
দেখ্ না কেমন খোশবোয়ে ভর্,
ওরে বুকভরা প্রেম, গালভরা হাস,
এমনটি আর পাবি কোথা?
ছিল আমার নাগর সেটি,
শমনে নিয়েছে লুটি,
মনের খেদে, কেঁদে কেঁদে,
তাই সেধে প্রেম দিই ত যেথা।
নয় কি এত যাচাযাচি,
করি এতটা চেঁচাচিচি,
আমি কুলের বধু, প্রাণ বঁধু,
এত মধু পাবে কোথা?

জ্ঞানবতী এইবার হাত বাড়িয়ে যেন স্বর্গ পেলেন, বল্লেন, "জগৎ রে! এই দেখ ভগবান মুখ তুলে তোর প্রতি চেয়েছেন এবং পরে সেই আগন্তুকার দিকে ফিরে আপনাদের সমস্ত হাল একে একে বর্ণন কর্‌লেন।

আগন্তুকা জ্ঞানবতীকে বল্লেন, "তা তার জন্যে

আর ভাবনা কি? তুমি যেমন দাসীবৃত্তি কর্‌তে চেয়েছ, তেমনি করগে, করে এর পেটের খোরাকের জোগাড় কর, আমার জন্যে তোমাদের ভাব্‌তে হবেনা। আমার স্বামী মর্‌বার সময় যা আমার তরে রেখেছেন, তাতে আমি দিব্যি মনের সুখেই চিরকাল বসে খেতে পার্‌বো, এবং তোমাদেরও মাসে মাসে যে খরচের অভাব হবে, তাও তোকা সরবরাহ করে যেতে পারক হব।”

জগচ্চন্দ্র সানন্দে বল্লেন, “বটে বটে! তবে আর কি। মা! মা! তবে তুমি এঁকে আমাদের বাড়ীতে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।” এবং বলা বাহুল্য তাঁর মা জ্ঞানবতীও তা কর্‌তে আর এক দণ্ডও কাল বিলম্ব কর্‌লেন না।

পাঠক! কথাতেই আছে “যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী” জ্ঞানবতী ও তাঁর পুত্রের যখন একটি ঝোঁক একটি বৌমা আন্‌তে, তখন ভগবান তার জোটপাঠ না করাবেন কি।

হায় হায়!

এমন নৈলে, দেশের হাল, এমনটি কি হয়!
মা কর্‌বেন দাসীবৃত্তি, ছেলের মুখ হেঁট নয়॥

দাসীবৃত্তি করেও মাতা, খাওয়াবেন ছেলেকে ;
তারকি বেরে, গুণধর সব, বেড়াবেন উচু বুকে ॥
তা মন্দ হোঁতকা-বেটা, মানের বড় ভয় !
রের চাকরী কর্‌বনা (পাছে) ইজ্জৎ নষ্ট হয় ॥
দিকেতে, মা যে মরে, দাসীবৃত্তি করে !
তে, কিন্তু বাবু ভায়ার ইজ্জৎ না হরে ॥
ন্য বাবু ধন্য তোমার গুণের গরিমা !
তোমার বুদ্ধিমত্ত্বার ভাই, আছে কি হে সীমা ?
মন্দ বুঝি তোমাদের ভয়ে দেন ছুটে রড় !
তামাদের ও খুরে খুরে আঁচল পেতে গড় ॥
বেঁচে থাক বেল্লিক বাবু, বলিহারি তোমার বেশ !
রি হরি বল রে ভাই ! পালা এইখানে শেষ ॥